৮ম নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা ২০০৮

EIGHTH NURUL MATIN MEMORIAL LECTURE 2008

নৈতিকতা, ব্যাঙ্কিং ও পেশাজীবির দায়বদ্ধতা

ETHICS, BANKING AND RESPONSIBILITY OF PROFESSIONALS

মোজাফ্‌ফর আহমদ

অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক

আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Muzaffer Ahmad

Former Professor of Economics

IBA, Dhaka University

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট

মিরপুর, ঢাকা।

BANGLADESH INSTITUTE OF BANK MANAGEMENT

Mirpur, Dhaka

নৈতিকতা, ব্যাঙ্কিং ও পেশাজীবির দায়বদ্ধতা

এক

১. নীতিশাস্ত্র মানুষের আবির্ভাবের সাথে অন্বিত হয়ে রয়েছে, যে কারণে ন্যায় অন্যায়ের বিচার বিবেকের দোলায় নানা সময়ে নানা মানুষের বিবেচনায় উঠে এসেছে গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও দর্শনের বিষয় হিসেবে। ধর্ম মতে স্বর্গচ্যুত মানব মানবী এই ন্যায় অন্যায় অর্থাৎ বিধিবিধান লঙ্ঘনেরই ফল। মিকেল এঞ্জেলোর যে অমর চিত্র সিস্টিন চ্যাপেলে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সৃষ্টির ধারণাকে বিমূর্ত করে সেখানেও বিবেকী ধারণা আমরা দেখতে পাই। সমস্ত খৃষ্টধর্মে যিশুর যে জীবন সংগ্রাম ও ত্যাগ তার মাঝে তো সত্য ও ন্যায়ের কাহিনী ছড়িয়ে আছে নানাভাবে। ইসলামে রসুল (দঃ) এর সমস্ত জীবন সততা, স্বচ্ছতা ও সমতার সংগ্রামী ঐতিহ্য মানুষের জন্য রেখে যাওয়া এক উত্তরাধিকার। ইহুদী ধর্মে হজরত মুসারও ছিল অন্যায় প্রতিরোধী বিবেকী শক্তির এক অপরূপ প্রকাশ। হিন্দু ধর্মের নানা দেবদেবতার আখ্যানেও ফুটে উঠে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতিচিত্র। বুদ্ধদেবের জীবন আখ্যান ও শিক্ষাও তেমনি সত্যের ও ন্যায়ের অনুসন্ধান ও শিক্ষার এক আশ্চর্য দলিল। সকল দেশেই এমন চিন্তানায়কের সন্ধান মেলে কারণ তাদের শিক্ষাই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে। এছাড়া মানব সভ্যতার ইতিহাসে আছে ইসপের গল্প, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রসহ নানা আলেখ্য। আমরা যদি লোকগাঁথার বিশ্লেষণ করি তাহলেও ন্যায় ও অন্যায়ের নানা তর্ক ও মীমাংসার সন্ধান পাই। এই অর্থে ন্যায়শাস্ত্র নানাভাবে দৃশ্য ও অদৃশ্যমান থেকে আমাদের প্রভাবিত করে পারিবারিক, সামাজিক ও কর্ম পরিবেশে। সমাজের উন্নয়নের ভিত রচনা করে ন্যায়ের বিমূর্ত বিকাশ। আইনের শাসন অথবা সবার জন্য একই আইন যখন আমরা উচ্চারণ করি তার মধ্যে সুশাসনের যে ধারণা তার ভিত্তিও রচিত হয় ন্যায়কে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারে।

২.ন্যায়শাস্ত্র তাই নানা সময়ে নানা দার্শনিকের চিন্তায় নানারূপে বিবেচিত হয়েছে। যে শাস্ত্রে তার প্রত্যক্ষ বিবেচনা নাই সে শাস্ত্রে তার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায়ের বিচার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেছে। সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস, বিজ্ঞানের প্রায়োগিক যে বিষয়, ইতিহাসে রাজ্য শাসনের যে প্রজাতান্ত্রিক বিচার সেখানেও ন্যায় অন্যায়ের বিষয়টি নানাভাবে দেখতে পাই। আইন শাস্ত্রের বিবেচনার ভিত্তিই হল ন্যায়ের সমুন্নয়ন। সমাজ বিজ্ঞানে যখন মানুষের সামাজিক স্তর বিন্যাস, বিভাজন, বিবর্তন, ক্ষমতার স্তর বিবেচিত হয় সেখানেও ন্যায় ও অন্যায়ের বিবেচনা বিমূর্ত থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও যখন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও নানা সম্পর্কের বিবেচনা হয় সেখানেও মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধনবিজ্ঞানে যদিও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ধারণা নিয়ে সাম্প্রতিককালে উচ্চকণ্ঠ নানা আলোচনা আমরা শুনেছি যার ফলে কল্যাণধর্মী ধনবিজ্ঞানের আর্থসামাজিক বিবেচনা অঙ্ক ও পরিসংখ্যানের প্রয়োগে আচ্ছন্ন হয়ে

পড়েছিল, তাসত্ত্বেও যখন আমরা টেকসই উন্নয়নের কথা বলি, যখন দারিদ্র বিমোচনের বিষয়ে আলোচনা হয়, যখন অন্তঃদেশীয় সম্পদের ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচিত হয়, যখন আন্তঃ প্রজন্ম সম্পদ সৃষ্টির বিষয় আমাদের উন্নয়নধারায় যুক্ত হয় তখন কিন্তু অর্থনৈতিক বিবেচনায় যে মূল্যবোধে উচ্চকিত হয়ে উঠে সেটি কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের প্রায়োগিক মানবকল্যাণ চিন্তারই একটি বিচিন্তার বিকাশ মাত্র। ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে যখন আমরা মানব প্রণোদনা ও মানবিক কল্যাণকে যুক্ত করে গাণিতিক বা কৌশলগত সীমিত ধারণার বাইরে অবস্থান নিতে পারি তখনই কিন্ত ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনা আমাদের বিবেচনায় যুক্ত হয়। আজকাল ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্ব তারই একটি মাত্র প্রকাশ।

৩. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ন্যায়শাস্ত্রের স্থান বিবেচনার আগে আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের কিছু মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ন্যায়শাস্ত্রে যৌক্তিকভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিয়ে বিবেচনা রয়েছে, যেমন রয়েছে ঠিক ও বেঠিক নির্ণয়ের যৌক্তিক নির্দেশনা, এছাড়াও আছে অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে বিভিন্ন দিকের যুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক আলোচনা। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র সব রকমের ভালমন্দ, ভুল ও নির্ভুলতা, গুণ ও নির্গুণ নিয়ে আলোচনা করে না। যেমন অনেক কিছুই দেশের আইনে সঠিক হলেও ন্যায় বিচারে তেমন নাও হতে পারে। আইনের গন্ডি আর ন্যায়বিচারের গন্ডি সমার্থক নয়। অনেক সময় ভাল ব্যবহার ন্যায়সিদ্ধ হয় কিন্তু সব সময়ই বিনম্র বিনয়ী ব্যবহার ন্যায়ভিত্তিক হয়ে উঠে না। অনেক সময় চতুরতা আমাদের কাজের সঠিকতাকে প্রভাবিত করে থাকে। অনেক দক্ষকর্মের ভিত্তিতে ন্যায্যতা থাকে না। আমাদের অনেক কাজের কার্যকারিতা বিবেচনা করি, কিন্তু কার্যকর হলেই তা সর্বসময় ন্যায়ভিত্তিক হয় না। ন্যায়বিবেচনা দূরদর্শিতার বিবেচনা নয়, বিচক্ষণতার বিবেচনা নয়। এ কারণে অনেক দক্ষ, কার্যকর এমনকি বিচক্ষণ বিনম্র কর্মী যখন ক্ষুদ্র বিবেচনায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন তখন আইনসিদ্ধ কর্ম করেও তিনি ন্যায়ভিত্তিক কাজ করেছেন বলে বিবেচিত নাও হতে পারেন। যে জন্য মুনাফার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে একজন দক্ষকর্মী হতে পারেন কিন্ত তার কর্মে মানবতা ও ন্যায্যতা সম্পর্কিত নাও থাকতে পারে।

৪.তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে ন্যায়শাস্ত্র তাহলে কিভাবে আমাদের জীবন ও কর্মকে নির্দেশনা দিতে পারে? এর উত্তর সহজ নয় এবং এর উত্তরে সবসময়ে ঐকমত্য নেই। কেবলমাত্র ন্যায়শাস্ত্রের বিচিন্তার ইতিহাস ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধের বিবেচনা এবং অন্যবিধ সিদ্ধান্ত থেকে তার পার্থক্য বিবেচনা থেকেই ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নে অনেক সময় মানুষের আচার আচরণের বা সিদ্ধান্তের বিবেচনা বিবরণমূলক হতে পারে। যেমনটি আমরা পঞ্চতন্ত্র বা এসোপস ফেবলস-এ পেয়েছি। এসব আলোচনায় আমরা সন্ধান করেছি কোন কর্ম থেকে মূল্যবোধের সন্ধান পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত নিতে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং কোন চরিত্র এমনভাবে সমুজ্জ্বল যা

বিতর্কহীনভাবে অনুকরণীয়, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে এমনি বিবরণ নির্ভরতা পরিহার করে আমরা মান বা আদর্শ স্থির করে মানুষের কি করা উচিত, কোন নীতি অনুসরণ করা উচিত, কোন চারিত্রিক গুণাবলী একজনকে বিশিষ্ট করে তোলে তার বিচার করা যেতে পারে। তাকে আদর্শিকভাবে বিবরণী ও মান এর একত্র বিবেচনা যথার্থ বলে ধারণা করা হয়। আস্থাভেদে ঔচিত্য ও করণীয় দুটিকে সমার্থক বলে ধরে নেওয়া সঠিক নাও হতে পারে। আমরা যা করি তা সর্বত্র বা সর্বদা করণীয় নাও হতে পারে অথবা করণীয় বলে যা বিবেচিত তা উচিত বলে ধরে নেওয়া সঠিক নাও হতে পারে। যে আদর্শ আমাদের কর্মকে প্রবাহমান রাখা উচিত বলে আমরা ধারণা করি আমাদের কর্মবিবরণীতে তার পূর্ণ প্রতিফলন সবসময় ঘটে না।

৫. আমাদের কর্মবিবেচনায় আমরা বিভিন্ন ধারণার উপস্থিতি দেখতে পাই। প্রথমতঃ ঔচিত্যবোধ, না হলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে; দ্বিতীয়তঃ সাধারণ নীতিবোধ যা করণীয়কে নির্দ্দিষ্ট করে এবং তৃতীয়তঃ সাধারণ করণীয় নির্ভর না হয়েও একটি স্বকীয় চিন্তা। আমাদের সব কাজে যে ঔচিত্যবোধ থাকে তা নয়, অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিক স্বকীয়তা অথবা করণীয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আমাদের কর্মকে প্রভাবিত করে থাকে। করণীয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণাগুলোই আহরিত ধারণা। পরিবার, পরিবেশ, পাঠ, ধর্ম পর্যবেক্ষণ এসব থেকেই এর উৎপত্তি। এর নীতিগত মূল্য অন্যস্থান কাল পাত্র থেকে এসেছে। কিন্ত সব মূল্যবোধতো এমনভাবে পাওয়া যায় না। মূল্যবোধের সামগ্রিকতা সীমাহীন প্রত্যাগতির উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সে সামগ্রিকতা ও মূল্যবোধ এক সময় ভেঙ্গে পড়বে বা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এ কারণেই আমরা মূল্যবোধের কিছু বিষয়কে মৌলিক বলে গণ্য করি, যা স্বতঃসিদ্ধ, সয়ম্ভু; এদের নীতিমান্যতা তাদের অন্তজ। আমাদের বিচারিক বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু ধারা ও ধারণা পেতে পারি। নীতিশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিতর্কের কিছু কমতি নেই। সে তর্ক ও সিদ্ধান্তের বিস্তৃত অঙ্গনে না গিয়েও মৌল মূল্যবোধের উৎস হিসাবে চারটি বিভাজন দেখতে পাই। প্রথমতঃ আমরা কোন ঘটনা, অবস্থা, বিষয়কে ভাল বা মন্দ বলি। সুস্বাস্থ্যকে আমরা ভাল ও কাম্য বলে গণ্য করি, সুন্দর পরিবেশকেও তেমন ভেবে থাকি। প্রাকৃতিক নিঃসর্গেও আমরা মনোমুগ্ধকর কিছু পাই। অন্যদিকে মৃত্যু, অন্ধকার, অসুস্থতা, জরা, দুঃখকে আমরা মন্দ বলে বিবেচনা করে থাকি। দ্বিতীয়তঃ আমরা আচরণ বিধিতেও ঠিক বেঠিক খুঁজে পাই। প্রতিবেশীর প্রতি সম্প্রীতি, ভাইবোনদের জন্য ভালবাসা, সমাজকর্মে আত্মনিবেদন, স্বার্থহীন পরোপকার এসবই ভাল বা সঠিক আচরণের উদাহরণ। সত্য কথা বলা, কথা দিয়ে কথা রাখা, পরস্ব হরণ না করা, রাষ্ট্রীয় ও জনসম্পদ লুণ্ঠন না করা, প্রতারণা না করা এগুলো সবই ভাল আচরণেরই অংশ। তৃতীয়তঃ আমরা মানুষের, জীবের, প্রাণীর, প্রকৃতির মৌলিক অধিকার স্বীকার করেছি। এ পর্যায়ে যেমন জীবনের অধিকার রয়েছে তেমনি রয়েছে সামাজিক, আর্থিক,

রাজনৈতিক অধিকার। যেমন শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, স্বীয় ধর্মপালনের অধিকার, সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার, গণতান্ত্রিক বিধিবিধান দিয়ে প্রজাতন্ত্র গঠনের অধিকার, ন্যায় বিচারের অধিকার, সুস্থ পরিবেশের অধিকার এমনি নানা বিষয় এখানে নিয়ে আসা যায়। জাতিসংঘ মানবাধিকারসহ অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্যমত বা বিশালগোষ্ঠির মত গঠিত হয়েছে। চতুর্থতঃ কোন কোন মানুষকে তার জীবনধারার জন্য তার মূল্যবোধের প্রকাশের জন্য, তার ব্যবহারিক প্রত্যয়ের জন্য আমরা তাকে আদর্শ বলে মান্য করি। পঞ্চমতঃ চরিত্রের কোন কোন প্রলক্ষণ, ব্যবহারিক কোন বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বের কোন কোন দিক, প্রবচনের কোন কোন বিষয় আমাদের হৃদয় ও মনকে নাড়া দেয় সত্য ও সুন্দর প্রকাশ ও বিকাশ হিসাবে। সেগুলোই আমাদের মৌল নীতিবাদের সূত্র হয়ে দাঁড়ায়।

৬.আমরা সাধারণভাবে এমনভাবে নিজেকে জাহির করতে চাই যেন আমরা ন্যায় ও নীতির ধারক। কিন্তু আমাদের নিত্যকার কর্মে ও ব্যবহারে তা কি সবসময় প্রকাশ পায়? আমার নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে কোন কোন সময় মিথ্যে বলি। মিথ্যে কেন বলব না, এর উত্তরে কি আমরা সব সময় বলি এটা মৌলনীতির একটি? আমরা সত্য বলার পক্ষে নানা যৌক্তিকতা তুলে ধরি বা ধরতে পারি, তেমনি সময় সময় ছোটখাট মিথ্যে বলার পক্ষেও নানা কথা বলা সম্ভব। সত্য বললে যদি সৌহার্দ্য নষ্ট হয় তা হলে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অর্দ্ধ সত্য অর্দ্ধ মিথ্যা বলা তো হরহামেশাই ঘটছে। এসব থেকে প্রতীয়মান হয় অনেক মৌলিক ন্যায়তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার মৌলিকত্ব হারিয়ে বসে। আমাদের অনেক কর্মে, বিশেষ করে ব্যবসায় এমন সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ হরহামেশাই ঘটে।

৭.ন্যায়শাস্ত্রে নানা মতবাদ দেখা যায়। যারা মনে করেন মৌলনীতির মাধ্যমে ভাল মন্দের বিভাজন সম্ভব এবং কর্মের ফলে যে ভাল বা মন্দ ঘটে, এরকম তাত্ত্বিকতায় আপেক্ষিকতার দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ বলেই পরিণতির পরিমাপে সাদাকালোর বিচার হয়, অনুবর্তীতাই এখানে প্রধান হয়ে উঠে। এ জাতীয় নীতিবাদীরা কর্ম ও কর্মফল এরই বিবেচনা করে ভালকে স্থাপনা ও মন্দকে বিতাড়নের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এমনি নীতিমতবাদেরই অঙ্গ হয়ে উঠে যদিও দুষ্ট ও শিষ্ট আপেক্ষিকতায় আক্রান্ত থাকে। ন্যায়শাস্ত্রে অপর তত্ত্বটিকে উপযোগতত্ত্ব বলা যায়। উপযোগবাদীরা মানুষের সুখ, প্রয়োজন, আনন্দ, পরিতৃপ্তি, এ সমস্তকেই মৌলিক ভাল বলে বিবেচনা করে; অন্যদিকে মানুষের অসন্তোষ, অতৃপ্তি, দুঃখ, বেদনা, শোক এ সমস্তকে মন্দ বলে বিবেচনা করে থাকে। তাহলে কোন কর্মের ভালমন্দের বিচার, সুন্দর অসুন্দরের ধারণা মানুষের ভাল অর্থাৎ সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ এ সমস্তের সাথে অন্বীত হয়ে যায়। কিন্তু একের আনন্দ অন্যের দুঃখের কারণ তো হতে পারে। ব্যাঙের সে উক্তি স্মরণীয়, বালক

তোমরা যাকে খেলায় আনন্দ বলে ধরে নিয়েছ তা আমাদের দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপযোগবাদ তাই নানা প্রশ্নে আকীর্ণ। কর্মফলবাদও কিন্ত আপেক্ষিকতার কারণে নানা প্রশ্নের অবতারণা করে। নীতিশাস্ত্রের অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা যে তাত্ত্বিকতায় বিশ্বাস করেন সেখানে মৌলনীতির অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়। এখানে আপেক্ষিকতা নেই। তবুও অদ্বৈতবাদী নীতিতাত্ত্বিকেরাও সঠিকের সন্ধান করেন। নীতিবাদী তাত্ত্বিকেরা মৌলিক ন্যায় বা সত্য থেকেই কিছু সঠিক ব্যবহারিক নীতি বা নীতিমালার ধারণা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করেন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, কখনও কখনও এটা অস্বচ্ছ থেকে যায়। অদ্বৈতবাদীনীতির ধারকদের অনেকেই অনড় বলে সমালোচনা করেন, কিন্তু সত্য ও ন্যায় অনঢ় না হলে আপেক্ষিক ভাল ও মন্দে পৃথিবীতে নানামত নানা পথের একটি অস্থির অবস্থান সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। স্মরণীয় যে, নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষ এমনই এক অর্জন যা তার ব্যক্তিতে সম্প্রীতি ও শান্তির স্থাপনা করে। সাংগঠনিক বিচারেও সমন্বয় ও ঐক্যতাল এমন এক অবস্থানের সৃষ্টি করে যেখানে উদ্দেশ্য অর্জন সহজ ও সম্ভব হয়ে উঠে। তেমনিভাবে চারিত্রিক অপকর্ষ অশান্তি ও সৌহার্দ্যহীনতার জন্ম দেয়। সাংগঠনিকভাবে অপকর্ষ সমন্বয়হীনতা ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। নীতিবিচারে তাই কর্ম ও কর্মের প্রতিক্রিয়া যদি মূল্যবোধীয় অবস্থানকে দৃঢ় করে এবং মূল্যবোধের বিকাশের সহায়ক হয়, তাহলেই অর্জনটি সমর্থনীয় বলে বিবেচিত হয় বা হতে পারে।

দুই

৮.ব্যাঙ্কিং একটি ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কার একজন পেশাজীবি। ন্যায়শাস্ত্রের যে বিবেচনা উপরে উল্লেখিত আছে, তারই আলোকে আমরা ব্যবসায় নীতিশাস্ত্রের অবস্থান ও পেশাজীবির নৈতিকতা এ বিষয়ে আলোচনার প্রচেষ্টা পাব।

৯.কোরান শরীফে সৎভাবে ব্যবসা করার নসিহত আছে। রসুলের জীবনের প্রথম যৌবন কেটেছে সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে। এ থেকে ধারণা করা সম্ভব অসৎভাবে ব্যবসা চলে, ব্যবসায়ীরা সততার পথ মেনে নাও চলতে পারেন। শাইলকের সুদী ব্যবসায় প্রতিহিংসার যে চিত্র সেখানে ব্যক্তিক রোষ ও অসততার এক সচিত্র নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। লোকায়ত জ্ঞানের যে প্রবচন আমাদের জানা আছে, সেখান থেকে দুটোর উল্লেখ করা যায়। একটি হল ব্যবসা ও নীতিশাস্ত্র জল ও তেলের মত, এ দুটো মেশে না কারণ ব্যক্তিক মুনাফা ও মানবিক কল্যাণ কখনও সমন্বিত হয় না। আমাদের দেশে ভেজাল খাবার ও নানা ক্ষুদ্রঋণের মহাজনী ব্যবসা এর উদাহরণ। অন্যটি হল ব্যবসায়ীদের স্বর্গে স্থান হয় না, নরকেই তাদের কর্মফল জায়গা করে দেয়। এ প্রবচন দুটি সব মহাদেশের প্রায় সবদেশেই নানাভাবে নানা কথা উপকথায় পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে এই প্রবচন

দুটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যবসা অনৈতিক নয় বরং নৈতিকতার বিধিবদ্ধ অবস্থানের সাথে সম্পর্কহীন, এজন্য কখনও কখনও কোথাও কোথাও কোন কোন ব্যবসায়ী অনৈতিক অবস্থান নিয়ে বৃহত্তর কল্যাণকে উপেক্ষা করে। সেজন্য ধর্ম পালন করেও সম্পূর্ণ নৈতিকভাবে ব্যবসা করতে খুব কম ব্যবসায়ীকে দেখা যায়। তারা নীতি ধর্ম ও ব্যবসায়িক বাস্তবতাকে পৃথক পরিমন্ডলের বিষয় বলে গণ্য করে থাকেন। এজন্য শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, কাঁচামালের মান, পণ্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়া, ক্রেতার স্বার্থ, উৎপাদিত পণ্যের যথার্থতা এগুলো মুনাফার মানদন্ডেই তারা বিচার করেন, নীতিশাস্ত্রের বাধ্যবাধকতায় নয়। এজন্য নানা দেশের ব্যবসার নানা খবরের মাঝে অনৈতিকতার খবর অনেক সময়ই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা পণ্যকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করে না, কথার মারপ্যাঁচে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করে, ভেজাল পণ্যতো আদিকাল থেকে ব্যবসায় স্থান করে নিয়েছে, নকল পণ্য ও তেমনি বাজারে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, বাজারকে গোষ্ঠিমতভাবে প্রভাবিত করার প্রবণতা মুনাফাকারীর এক সহজাত প্রবণতা। শেয়ার বাজারে অথবা কোম্পানীর বোর্ডে 'ইনসাইডার ম্যানিপুলেশন' অনেক দেশেই বেশ প্রচলিত, ব্যবসা পেতে ঘুষ তো এক চলমান প্রথা, সিন্ডিকেশন বিশ্ববাজারের একটি জানা প্রবণতা, পরিবেশ দূষণ ব্যবসায়ীর এক নির্মম কর্মপ্রক্রিয়া, জনকল্যাণের প্রতি উদাসীনতাও ব্যবসায়ীদের মধ্যে লক্ষণীয়; ঋণখেলাপী, করখেলাপী, বিলখেলাপী, অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুতের সংযোগ ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে আছে। ব্যবসায়ী তাই নীতিশাস্ত্র মেনে, এমনকি দেশের আইন মেনে, ব্যবসা করছেন একথা বলা দুষ্কর হয়ে উঠে। ব্যবসায়ীর কাছে মুনাফার চাইতে বড় দেবতা নাই। সততা, স্বচ্ছতা তাই তার বিবেচনায় আসে না। ব্যাঙ্কও ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতে মুনাফার দিকেই তাকায়, তার সততার বিচার সে করে না। পরিবেশবাদী বা ভোক্তার অধিকার বাদী ও ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যবসায় নীতিশাস্ত্রকে সামান্যতম বিবেচনায় নিয়ে আসতে প্রয়াস পেলেও, সার্বিকভাবে ব্যবসা নীতিশাস্ত্রের পরিমন্ডলে নিজেকে স্থিত করে নি।

১০.অথচ ব্যবসার সাথে নীতিবাদীতার সম্পর্ক বেশ নিবিড় ও বহুমাত্রিক। ব্যবসার বিস্তৃতি আজ দেশের সর্বপর্যায়ে। ব্যবসা তাই সমাজের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি সমাজের উপরে চাপিয়ে দিলে তার ফল ভাল হয় না। সরকারী ব্যাঙ্কের টাকায় যখন আমরা বেসরকারী ব্যাঙ্ক চালু করেছি, তার ফল ভাল হয় নি। বিদেশী ঋণে যখন আমরা পাট ব্যবসা বেসরকারীকরণ করেছি ভাল ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে তার ফল ভাল হয় নি। বিদেশী পুঁজির মোহে যখন আমরা কয়লাখনি খননে এগিয়েছি, সেটা স্থানীয় সমাজ গ্রহণ করেনি। কৃষি জমি কেড়ে যখন শিল্পায়ন করার চেষ্টা হয়েছে তখনও সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। সুদী ঋণ কারবারীতে দরিদ্র দরিদ্রতর হয়েছে, শত প্রশংসায়ও এর গ্রহণযোগ্যতা ন্যায়ভিত্তি পায় নি।

১১.নীতিবাদীতা সমাজ সঞ্চালনের মৌল ক্ষেত্র। নৈতিকতা তাই মানুষের, সমাজের, সরকারের সঙ্গত ও অসঙ্গত আচরণকে নির্দেশ করে। সমাজকে ঘিরেই নীতিবাদীতার আবর্তন, সমাজ সম্পর্কেই এর বিকাশ। আধিপত্যবাদী সমাজে বা সামন্তবাদী সমাজে মানবতাবাদী নীতিবাদের বিকাশ ঘটে না। আমাদের দেশে মানবতাবাদী ধারণার নানা অবতার নানা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে যে আধিপত্যবাদ বা সামন্তবাদ আমাদের ব্যবসায়ী মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়েছে সেখানে নীতিবাদ ব্যাহত হয়েছে। সেজন্য দরিদ্রের কথা বলে যারা মহাজনী ব্যবসায় নেমেছেন এবং তার সাথে অন্যান্য ব্যবসার সংযোজন করেছেন সে সমস্ত বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানেও মানবতাবাদী নীতিবাদের পরিবর্তে আধিপত্যবাদী বা সামন্তবাদী দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের মাধ্যমে অমানবিকতার বিকাশ এদেশে ঘটেছে। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায় এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে কারণে দারিদ্র বিমোচনের চাইতে দরিদ্র নিষ্পেষণ অনেক সময়ই দারিদ্র দুষ্টচক্রের সত্যতা আবারও প্রমাণ করেছে।

১২.আমাদের পোষাক শিল্পে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক মানবতাবাদী হয়ে উঠেনি মুনাফাবাদী মনোবৃত্তির কারণে। সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব অবশ্যই মালিকের আছে কিন্তু শ্রমিকের সম্ভ্রম রক্ষা করাও কি তার দায়িত্ব নয়? শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার না হলে যে সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা আর্থ-সামাজিক নীতিবাদকে বিনষ্ট করে। আমাদের ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে, বিশেষায়িত ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অধিকর্তা ও ঋণ গ্রহিতার সম্পর্ক কি সৌহার্দ্যপূর্ণ? তাহলে এতবার ঘোরানো হয় কেন তাদের? ঋণ দিয়েই কিছু অর্থ রেখে দেয় কেন কর্তারা? ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গিয়ে বা বিল পরিশোধ করতে গিয়ে বয়স্কদের জন্য বিবেচনা কি আমরা দেখতে পাই? এমন অবস্থায় রোদবৃষ্টিতে গ্রাহকের যে গঞ্জনা সেটা কি নীতিবাদীতার পরিচয়? ব্যাঙ্ক থেকে যখন জাল নোট গ্রাহক পায় তখন কি নীতিহীনতার পরিচয় ফুটে উঠে না? ঋণ না দিয়েও ঋণের খাতায় যোগসাজসে অসহায় মানুষের নাম উঠে, যখন বিশেষায়িত ঋণ কৃষক, তাঁতি বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার নামে প্রভাবশালীরা কর্মকর্তার যোগসাজসে নিয়ে যায় তখন নৈতিকতার যে প্রকাশ তা সমাজকে হীনমন্যতার পথে ঠেলে দেয়। কর্মের মাঝে নীতিহীনতার সন্ত্রাস তো ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই নীতিবাদের মৃত্যু আমরা দেখতে পেয়েছি। বেনামী ব্যক্তি ও সংগঠনের নামে যখন আমানত দেখিয়ে ঋণ দিয়ে ঋণ খেলাপী অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, বোর্ডের বা ইউনিয়নের দৌরাত্ম্যে যার খরচ যেয়ে পড়ে নিরীহ আমানতকারীদের উপর, তখন কি ব্যাঙ্কিং ব্যবসা নীতিবাদকে উচ্চে তুলে ধরে? যখন ব্যাঙ্কে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডিরেক্টরগণ তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে তদ্বির করেন, অথবা বেনামে শেয়ার কিনে আধিপত্য বজায় রাখার প্রয়াস পান অথবা নিজের আত্মীয়কে নিজের স্থানে বসিয়ে পিছন থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তখন কি নীতিবাদের ধ্বজা লুণ্ঠিত হয় না? ব্যাঙ্কও আজ নানা পণ্য বিক্রয় করে, সেবাপণ্য। পণ্যের বাজারে আমরা হরেক রকমের বেসাতি দেখতে পাই। ক্রেতাকে পণ্য সম্পর্কে যথাযথ পূর্ণ তথ্য দেই

নাকি তার মনে প্রলোভনের টান সৃষ্টি করতে নানা রকমের অর্ধসত্যের আশ্রয় নেই? আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ক্রেতা বিক্রেতা, উৎপাদক, মধ্যস্বত্ব, ব্যবস্থাপনা, কর্মী, ভোক্তা সবার যে নৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব আছে সেটি আমাদের বাজার ব্যবস্থায় আজ উদ্ভাসিত নয়? ক্রেতা ঠকে, ভোক্তা ঠকে, শ্রমিক ঠকে এমন অবস্থায় উন্নয়নের পথে পথচলা দুরূহ হয়। পুঁজিবাদের 'চৌর্যবৃত্তির রাজপুত্র' আজও এদেশে আধিপত্যবাদের যে জাল বিস্তার করেছে তাতে নানা ব্যবসা বিভিন্নভাবে একীভূত হয়ে নানা প্রতারণা বিভিন্ন রকমে বিকশিত হয়ে দেশজ পুঁজির সৃষ্টিকে বিঘ্নিত করছে, সে সাথে নীতিসিদ্ধ সামাজিক পুঁজিও গঠিত হতে পারছে না।

১৩.নৈতিকতা (যার বিষয়ে এডাম স্মিথ তার জাতীয় সম্পদ বিষয়ক বইতে আলোচনা করেছেন এবং যে বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিককালে অমর্ত্য সেনসহ অনেকেই যুক্তিসহ আলোচনায় নিরত হয়েছেন) হল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিনিময় সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত। এটি ক্রমাগত লঙ্ঘিত হলে উৎপাদন ও বিনিময়ে ধ্বস নামে, ধ্বস নামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক অবস্থায়। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা যেখানে আধিপত্যবাদ, একচেটিয়া অবস্থা, সিন্ডিকেশন, ইত্যাকার ক্ষতিকর অবস্থা বিরাজ করতে পারে না সেখানেই নীতিবাদীতার কারণে ব্যবসা বাণিজ্য সচল থাকে। বলা হয় নৈতিকতা হল সে তেলজ এবং আঠালো পদার্থ যা সমাজ ও ব্যবসাকে সম্পর্কিত ও সঞ্চালনের সুব্যবস্থার সৃষ্টি করে। নীতিহীনতার প্রসারই ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং এ দুর্বৃত্তায়নের সৃষ্টি করে। নীতিহীন দুর্বৃত্তায়ন যতদিন মুনাফার পিচ্ছিল পথ মসৃণ করে, যতদিন 'ফরেনসিক অডিট' এগুলোর উদঘাটন না করে, ততদিন সৎ উদ্যোমী ব্যাঙ্কার নীতিসিদ্ধ সেবা দিতে ব্যর্থ হন। মিথ্যার জয় তখনই ঘটে যখন সত্য অবমূল্যায়িত হয়। ভেজালের থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ হয় যখন নির্ভেজালের উপস্থিতি উচ্চকিত হয় না। বর্তমান বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট এর এক ধ্রুপদী উদাহরণ।

১৪.আমরা ব্যবসায় ব্যাংকে সেবা সপ্তাহ, গ্রহীতা সম্মাননা এ সমস্ত বাজারীকরণের উপস্থিতি দেখতে পাই কিন্তু গ্রহীতার কাছে যে স্বচ্ছতা নীতিবাদীতা ব্যবসার জন্য মূল্যবান সুনাম ও ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে তা বিজ্ঞাপনের প্রতিচিত্র কখনই ধারণ বা সৃজন করতে পারে না। অথচ আমাদের ব্যবসায় গ্রহীতার চাইতে অভিনেতার মূল্য অনেক বেশী। সামাজিক গবেষণা আমাদের এ ধারণা দেয় ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতা দৃঢ় হলে ব্যবসায়িক কর্মেও সে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিক নৈতিকতা আজ অবদমিত এবং ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় ধর্ম, শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ আনুগত্য ও আধিপত্যের কাছে আজ পরাজিত। সমাজে যদি নৈতিকতা দুর্বৃত্তায়িত ব্যবস্থাপনার কাছে পরাজিত হয় সে সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য বিনিময় নৈতিকতার মানে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে না। সমাজ যখন দুর্বৃত্ত ব্যবসাকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসাসহ, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তা দেখাতে পারে, সেখানেই নীতিসিদ্ধ ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য ব্যবসার বিস্তার ঘটে।

১৫.ইংরেজীতে একটি কথা আছে, The business of business is business. ব্যবসাই হল ব্যবসার প্রাণ, এখানে নৈতিকতার কথা নেই। ব্যবসার সাথে সরকারের সম্পর্ক আইনের ও নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়নের। যখন ব্যবসা সরকারকে নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয় তখন সরকার ও ব্যবসা দুটিই কলুষিত হয়। আমরা বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অনেক ব্যবসাতেই এমন উদ্যোগ সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি। ব্যবসার কাজ দয়াদাক্ষিণ্য নয়। ব্যবসায়ীর দানকে ব্যবসা থেকে পৃথক করে রাখাই সঙ্গত। আমাদের অনেক ব্যবসায়ী দয়াদাক্ষিণ্যের মাধ্যমে যে আধিপত্যবাদ ও সামন্তবাদের সৃষ্টি করে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কলুষিত করেছে সেটা আজ অজানা নয়। কিন্ত ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় দেশজ সংস্কৃতির কারণে অথবা রাজনৈতিক আদর্শিক কারণে বিভিন্নতা দেখা যায়। জাপানী ব্যবস্থাপনায় আমরা একাত্মতা, আনুগত্য ও দক্ষতা সৃষ্টিতে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ দেখি এবং নীতিবোধ এরই মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদে ব্যবস্থাপনায় শাস্তির প্রাবল্য ও আদর্শিক আনুগত্য আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের উন্নয়নের কয়েক দশকে প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানে সে সংস্কৃতির বিলুপ্তি না ঘটলেও, নীতিবাদের বিকাশ তেমন লক্ষণীয় নয়। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরেও এর উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। আমেরিকায় উৎপাদনে মুক্ত অবস্থার সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয় হলেও ক্রেতাস্বার্থ রক্ষায় নানা বিধান ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রকে নীতিনির্দ্ধারকের অবস্থানে বসিয়েছে। ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও এটি সত্য। নিয়ন্ত্রণে মার্কিন রাষ্ট্রের সংবিধানে যে মৌলিক নীতি বিবৃত হয়েছে, সে নীতিমান্যতাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা চলছি উপনিবেশের আইন নিয়ে, দাতাদের পরামর্শে আমাদের লোকজ ও দেশজ ন্যায্যতা প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি। যে কারণে সুবিধাবাদ ও আধিপত্যবাদ আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত বিধায় নীতিমান্যতা এদেশে ব্যাঙ্কিংসহ ব্যবসা ও সেবাখাতে প্রস্ফুটিত হতে পারেনি।

১৬.ব্যাঙ্কসহ সকল ব্যবসাই সামাজিক পরিমন্ডলে কাজ করে। তাহলে এর কর্মপরিধি ও কর্মক্ষেত্র সমাজ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হবার কথা। সমাজ সুষম হলে সামাজিক মূল্যবোধ এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। বিষম সমাজ যেখানে আয় বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্য সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি করে, সেখানে বিত্তশালীর আধিপত্যবাদী অনৈতিকতা ব্যবসা, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা ছিল ছোট, ব্যাঙ্ক ছিল স্থানিক তখন প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার প্রাবল্য লক্ষণীয় ছিল। নৈতিকতা ব্যবসা বাণিজ্যের যৌক্তিকতা, মানসিকতা ও কর্মসংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করত। কর্মদক্ষ উদ্যোক্তা, সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ উদ্যোক্তা সফলতার মুখ দেখত। সে যুগের অবসান হয়েছে। এখন যখন ব্যবসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে, প্রযুক্তি উৎপাদনের বিস্তার ঘটিয়েছে তখন কিন্তু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ বিনষ্ট হয়েছে। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দূরত্ব নীতিবোধকে দুর্বল করেছে। আগে আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালায় যেহেতু সামাজিক মূল্যবোধের ভিত ছিল, সেজন্য

আইন ও বিধি মেনে চললে সামাজিক নৈতিকতা মেনে চলাও সহজ হত। আজকালকার মূল্যবোধ নিরপেক্ষ ইতিবাদী (Positive) অর্থনীতির আদলে মুনাফার প্রাধান্য সে সামাজিক নীতিবোধভিত্তিক 'নরমাটিভ' অর্থনীতির ভিত দুর্বল করেছে। আইনের ফাঁক ফোকর ছাড়াও ব্যক্তিক মূল্যবোধে সামাজিক নীতিপ্রত্যয় আজ প্রতিভাত নয়। তাই নীতিমালা ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে, এর প্রাতিষ্ঠানিকতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে আমেরিকার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনায় আজ নানা বিপর্যয় লক্ষণীয়। নীতিমান্যতা ব্যক্তিক ক্ষেত্র থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সমন্বিত না হতে পারলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে যা কেবল আইনের শাসনের ফলে সমাধান হবে না। সব আইন কিন্তু নৈতিকতায় ঋদ্ধ নয়, যেমন ধরুন শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য নিয়ে যে আইন ছিল আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়। আইন কেবল নীতিমান্যতা সৃষ্টি করবে এমন আশা করা সঠিক নয়। নীতিমান্যতা ধারণ করতে হয় মন, মনন ও সংস্কৃতিতে, একে সমন্বিত করতে হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতায়। ব্যবসায় যে সমস্ত নৈতিকতার প্রশ্ন উঠে তা কেবল আইন মান্যতায় সমাধান করা যায় না। নীতিমান্যতাকে আইনমান্যতারও উচ্চে স্থান দিতে হয়। তাহলেই কর্মক্ষেত্রে মূল্যবোধের প্রস্ফুটন ঘটে। সব আইনকে নৈতিকতার মানদন্ডে সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না কারণ অনৈতিকতার বিষয় বিবেচনা করেই কিন্তু সব আইনের সৃজন হয় নি। আইনের বিধান দিয়ে যা অনৈতিক তাকে নৈতিক করা যায় না। নৈতিকতার সঠিক বিবেচনা এবং নীতিশাস্ত্রের বাস্তব যুক্তিবাদীতাই নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে নৈতিক বিষয়াবলীর জটিল অবস্থানের নীতিসিদ্ধ অবস্থান নির্দেশ করতে পারে। যেহেতু আইনসিদ্ধ হলেই নীতিসিদ্ধ হয় না সেজন্য ব্যবসা ক্ষেত্রে নৈতিকতার যুক্তিবাদী অবস্থানের অনুধাবন ও তাত্ত্বিক জ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও অনেক আইনসিদ্ধ অবস্থান রয়েছে যেগুলো নীতিসিদ্ধ নয়। সহজ উদাহরণ হল অবৈধ অর্থের গোপনীয়তা সম্পর্কীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আইনসিদ্ধ অবস্থান অথবা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মানুষের আমানত গ্রহণে ব্যাঙ্কের অস্বীকৃতি।

১৭.ব্যবসায় আইনসিদ্ধ কর্ম সমাজসমর্থিত নাও হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় সহনীয় দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবসার জন্য একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতা। চাহিদা ও বাজারের জটিলতায় ব্যবসা ক্ষেত্রে জনসাধারণের এমন একটি সামাজিক অধিকার নিত্যই লঙ্ঘিত হয়। এমনি অবস্থার উদ্ভব হয় কারণ ব্যবসায় মুনাফার প্রাধান্য সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করার একটি যৌক্তিকতা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়। ব্যবসা ব্যবস্থাপনার আর্থিক দিক যত আদৃত, নৈতিক দিক তত সমাদৃত নয়। ব্যবসার মালিক ও ব্যবস্থাপকেরা হরহামেশাই নৈতিক বিষয়কে যৌক্তিক বলে বিবেচনা করে না। এজন্য ব্যাঙ্কে অনেক অবৈধ বেনামী লেনদেনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, ব্যাঙ্কের পরিচালনায় প্রান্তিক জনগণের উৎপাদন সহায়ক আর্থিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

লক্ষণীয় হয়। এ সমস্ত ব্যবসায় যদিও সরকারের আইনী নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক নীতিসিদ্ধ পরামর্শের স্থান আছে তা হলেও ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক অভিঘাত, পরিবেশ দূষণ, জনস্বার্থ এ সমস্তের বিবেচনা থেকে বিরত থাকে। কোন বাজার নির্ভর ব্যবসায়ই নৈতিক চাহিদা মেটাবার মত প্রস্তুতি তার ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত করে না। এজন্য আজ যারা ব্যবসায় নৈতিকতার প্রশ্ন তুলছেন তাদের মতবাদ হল ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমাজ, জনস্বার্থ ও নৈতিকতাকে স্পষ্টভাবে স্বচ্ছতার সাথে জায়গা করে দিতে হবে।

তিন

১৮.এ্যাডাম স্মিথ যখন অর্থনীতির ধ্রুপদী বইটি রচনা করছিলেন তখন নীতিদর্শনচিন্তা তার চেতনা থেকে বিচ্যুত হয় নি। মানবসৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাও তাকে স্মরণে রাখতে হয়েছে। মনে রাখতে হয়েছে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ তাড়িত কর্ম নানাভাবে উৎকর্ষের জন্ম দিলেও মানুষের কর্মে যদি নীতিজ্ঞানের ভিত্তি না থাকে তাহলে সামগ্রিক উপযোগ মাঙ্গলিক চরিত্র ধারণ করে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ব্যবসার চরিত্র, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের যে বৈপ্লবিক বিবর্তন ঘটেছে তার ফল নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এ্যাডাম স্মিথের কাল আজ বিগত কিন্তু তার অর্থনৈতিক ও তৎসম্পৃক্ত নীতিবিবেচনা আজ সমানভাবে বিবেচ্য। এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। রক্ষণশীল চিন্তায় বাজারের প্রাধান্য ও ব্যক্তি স্বার্থের সামগ্রিক প্রতিযোগী সমন্বয়নই নীতিবিচারের ভিত্তি। মাঙ্গলিক সমাজ বিবেচনায় এর ভিন্ন বিবেচনা পাওয়া যায়। ব্যবসায় নীতিবিবেচনা দর্শনশাস্ত্রেরই অঙ্গ। দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপৃত বিবেচনায় আমরা লক্ষ্য করি, ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক অভিজ্ঞতা একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও গঠন প্রণালীর নিয়মাবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ বিন্যাস। এই দর্শনশাস্ত্রের নিয়মাবদ্ধ বিবেচনায় নীতিশাস্ত্রকে স্থিত দেখতে পাই আর নীতিশাস্ত্রের প্রায়োগিক বিবেচনার একটি ক্ষেত্র ব্যবসা সম্পর্কিত নীতিবিজ্ঞান আর তারই অংশ হিসাবে বিরাজ করে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের বিবেচনা। দার্শনিকেরা দুরকম যুক্তিবাদী নৈতিকতার সন্ধানে নিরত থাকেন। তার একটি হল অনুশীলন বা বিশ্লেষণ কর্ম। এখানে দর্শনশাস্ত্র মূলতঃ বিভিন্ন শব্দ, পদ প্রতিজ্ঞা বা সূত্রের নিগুঢ় অর্থের বিবেচনা করেন। এই শাস্ত্রে যুক্তির সারকে নিরীক্ষা করে দেখা হয়। যে সমস্ত অনুমান ও তার অনুষঙ্গের ভিত্তিতে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হয় তবে ধরন, পরিবর্তনমানতা, প্রতীক ও অবস্থা বিশ্লেষণ দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে নিহিত। এই বিবেচনায় বাস্তবতার অবস্থান, জ্ঞানের নিগুঢ় অর্থ ও তার উপর নির্ভরতার তাত্ত্বিক বিচার, মূল্যবোধের ভিত এমনি সব বিষয় এসে পড়ে। যদিও বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তবুও বিজ্ঞানের দর্শন বিবেচনায় আমরা একটি সমন্বয়িক অবস্থা লক্ষ্য করি। সমাজদর্শনের সাথে দার্শনিক বিবেচনা ঘনিষ্ঠতরভাবে অন্বিত, তারই প্রলম্বিত বিকাশ আমরা মাঙ্গলিক বা সমাজবাদী অর্থনীতিতে নীতিধর্মী বিবেচনার প্রকাশ দেখতে পাই।

১৯.দর্শনশাস্ত্রের অন্য যে দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল সমন্বয়ন। বিভিন্ন ধারা ও ধারণার যুক্তিবাদী বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণ ও বর্জন কর্মের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন বিষয় ও ধারণার একীভবনের সূত্র আমাদের অভিজ্ঞানের আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির মাধ্যমে বোধগম্য করে তোলে, এখানে জ্ঞান ও অভিজ্ঞার সামগ্রিকতা প্রাগ্রসরমানতার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন মতভিন্নতা এ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

২০.ন্যায়শাস্ত্রে দর্শনের এ দুটি ধারারই উপস্থিতি দেখতে পাই। বিশ্লেষণে যুক্তিবাদীতার উপস্থিতি নানা দিক থেকে বিচারবিবেচনাকে শাণিত করে। অন্যদিকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিবেচনা একটি সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। নীতিশাস্ত্রে জীবনদৃষ্টির যে নৈতিক বিবেচনা মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমন্বয়নের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ করে। নীতিজ্ঞান মানুষের যে সমস্ত কর্ম, অভিজ্ঞতা ও বিবেচনাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে যেখানে ভালমন্দের বিবেচনা, শুদ্ধাশুদ্ধির বিশ্লেষণ, গ্রহণীয় অগ্রহণীয়তার বিচার প্রাধান্য পায়। এ সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই মূল্যবোধ মানুষের জীবনের মৌল অনুভূতিতে পরিণত হয়। এই অনুভূতি ক্রমান্বয়ে কর্মের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় বিস্তৃত হয় এবং মানুষের নানা কর্ম ও সিদ্ধান্তে বিকশিত হয়ে পড়ে। নীতিশাস্ত্রে তাই যুক্তিবাদের উপস্থিতি যেমনি প্রবল তেমনি প্রবল মূল্যবোধের চর্চ্চা, যুক্তিবাদ ও মূল্যবোধের সমন্বয় আমাদের ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক অভিজ্ঞানকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করে যার ফলে জীবনে সঙ্গতিপূর্ণ ও একীভূত ধারণার সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তি হল বিশ্বাস, দার্শনিক নৈতিকতার ভিত্তি হল যৌক্তিকতা ও সার্বিক সমন্বিত মাঙ্গলিক পরিব্রজ্যা। ইহজাগতিক কর্মে বিশ্বাসের প্রাবল্য আমাদের অযৌক্তিকতায় ঠেলে দিতে পারে। সে কারণে যুক্তিবাদী নীতিদর্শনের বিবেচনা সবিশেষ জরুরী, কেউ যদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তিবাদকে সমন্বিত করতে পারেন, কারণ বিশ্বাস ও যুক্তিবাদ মানবিক অভিজ্ঞতার একটি প্রকাশ, তাহলে মতভিন্নতার সৃষ্টি সীমিত হতে পারে। তবে মানবিক অভিজ্ঞানে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির সমন্বয় সার্বিকভাবে সমব্যয়িত হতে পারে নি-এটাই ইতিহাসের অভিজ্ঞান। ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায় এই ব্যর্থতার প্রকাশ বেশ প্রকট।

২১.ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা, বিচার ও বিবেচনার অন্ততঃ তিনটি পথ লক্ষণীয়। একটি হল বর্ণনামূলক নীতিশাস্ত্র। এখানে নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মানুষ, সংস্কৃতি ও সমাজের ন্যায় সম্পর্কিত ধারণার বিচার বিবেচনা এখানে প্রাধান্য পায়। এখানে বিভিন্নতাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিভিন্নতা থেকে উত্তরণের সন্ধানে আমরা ঔচিত্যবাদীতার সৃজন দেখতে পাই। এখানে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গতিপূর্ণ ও সমন্বিত একটি ধারা লক্ষণীয়। ঔচিত্যবাদী নীতিশাস্ত্রে যুক্তিবাদীতা এবং অথবা বিশ্বাসের প্রাবল্য লক্ষণীয়। সার্বিক মাঙ্গলিকতায় এর স্থিতি। এজন্য প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন আপেক্ষিক নীতিবাদীতাকে একটি সার্বিক সামগ্রিকতায় সমন্বিত করতে ঔচিত্যবাদ সচেষ্ট হয়।

এজন্য মৌলিক কিছু ধারণাকে যুক্তির ভিত্তিতে বা অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে তুলে ধরে। বিভিন্নভাবে এই মৌলিক ধারণার যুক্তিবাদীতাকে বিচার বিবেচনা করে তার যথার্থতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তৃতীয় ধারা নীতি অধিবিদ্যা। বর্ণনামূলক বা ঔচিত্যবাদের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। নীতি অধিবিদ্যার কেন্দ্রে আছে নৈতিকতার যুক্তিবাদীতা। ভাল বা মন্দ বর্ণনামূলক বা ঔচিত্যবাদী ধারণাপ্রসূত হলেই হবে না, এর নৈতিক বোধ, চেতনা দায়বদ্ধতা যুক্তির বিচারে সিদ্ধ হতে হবে। প্রশ্ন উঠে ব্যবসা বা ব্যাঙ্কিং এ যখন নীতিবাদের বিবেচনা আসে তখন কি ঔচিত্যবাদ নিয়ে বিবেচনা বিধৃত থাকবে না অধিবিদ্যাও তার অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

২২.নৈতিক যুক্তিবাদের বিশ্লেষণ নৈক্তিক বিবেচনার যথার্থতাই কেবল নিরীক্ষা করে না উপরন্তু বিচারবিশ্লেষণে নৈতিক যুক্তিবাদের সহগ পূর্বসিদ্ধান্তের বিবেচনাকেও স্থান দেয়। নৈতিক যুক্তিবাদের বিশ্লেষণ চলমান সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সে কারণে এটি ব্যবহারিক নিয়মানুবর্তিতা। নীতিশাস্ত্রের চলমানতা সময়ের আপেক্ষিকতায় পরিবর্তের অনুবর্তী করে। ব্যবসাক্ষেত্রে নীতিশাস্ত্রের ব্যবহার বর্ণনামূলক বা ঔচিত্যবাদে সীমাবদ্ধ থাকে না, অধিকন্তু অধিবিদ্যাকে তার অনুষঙ্গ করে নেয়। যে কোন ব্যবসা, অন্য যে কোন সমাজকর্মের মত একটি নৈতিক অনুশাসন মেনে না চললে তার অগ্রগামিতা বা বিস্তার স্থিমিত হয়ে যায়। সাধারণভাবে আমরা যে সমস্ত ব্যবসাকে অসামাজিক বলে জানি তারও একটি অলিখিত নৈতিক অবস্থান থাকে, না হলে পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ব্যবসায় তন্বিষ্ট নিয়মকানুনের সম্পর্কে একটি নৈতিক ধারণার অন্তজ অবস্থান লক্ষণীয়। আইনসিদ্ধতা ও নৈতিকতা সমার্থক নয়। যদিও আইনের অধিবিদ্যায় নীতিশাস্ত্রের প্রভাব থাকে, তবুও আইনের প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিচারিক ক্ষেত্রে নীতি অবস্থানের স্থিতি সবসময় লক্ষণীয় নয়। এ কারণে কোন কোন যান্ত্রিক বিবেচনায় অপরাধীর মুক্তি আইনসিদ্ধতা ও নৈতিকতার বৈপরিত্য লক্ষণীয়। এমনিভাবে ব্যবসায় আইনসিদ্ধতার অবস্থানও অনেক সময় নীতি অবস্থানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে দেখা যায় না। এ থেকে যা অনুমান করা যায় তা হল ব্যবসার অন্তর্নিহিত বিন্যাস বা সংযুক্তির দুর্বলতাই আর্থিক উপার্জনের সাথে নৈতিকতার প্রকাশ্য সংযুক্তির বিচার ও বিবেচনায় ব্যবস্থাপকেরা উদ্বুদ্ধ হন না। ব্যাংক ব্যবসা এ থেকে কোন ভিন্নতর অবস্থানে থাকে না।

২৩.অনেকেই নৈতিকতাকে ব্যক্তিক বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চান, সামষ্টিক নীতিবোধের বিষয়টি বিবেচনায় আসে না; যদিও আইন কে বিবেচনায় নিতে বাধ্যবাধকতা আছে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা ব্যবসায় মূল্যবোধের ভিন্নতার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এছাড়া অনেকে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে মূল্যবোধের ভিন্নতাকে যথার্থ বলে মনে করে। নববর্ষে উপঢৌকন যদি সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তারই নামে ঘুষের

উপস্থিতি অনেক ব্যবসায় অনেক দেশেই দেখা যায়। নৈতিকতার এই আপেক্ষিকতা ব্যবসাভেদেও উপস্থিত। সেজন্য অনেকে নৈতিকতাকে ব্যক্তিক, আপেক্ষিক ও দেশজ সংস্কৃতিনির্ভর বলে নির্দ্দিষ্ট করে থাকেন। ব্যক্তির নৈতিক ধারণা ও তার প্রয়োগে তিনটি স্তর দেখি। প্রথম স্তরে দেখি শিশু যা করলে বকুনি খায় সেটা থেকে বিরত থাকে। এই অবস্থাকে নীতিবিজ্ঞানীরা প্রচলিত জ্ঞানের পূর্বের অবস্থান বলে বিবেচনা করেন। শৈশব অবস্থা পার হতে হতে সে জানে কি করলে প্রশংসিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। এ জ্ঞান থেকেই প্রচলিত নীতিজ্ঞানের জন্ম। শাস্তি ও পুরস্কার, আনন্দ ও বেদনা থেকেই প্রচলিত ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধির মাধ্যমে করণীয় ও করণীয় নয় এমন ধারণার জন্ম। ব্যবসা ক্ষেত্রে ও এর ভিন্নতা দেখা যায় না যদিও এখানে বিবেচ্য হয়ে উঠে মুনাফা, ঔচিত্য নয়। কিন্তু নৈতিকতার যে সয়ম্ভু ও যুক্তিবাদী অবস্থান সেটা পুরস্কার বা তিরষ্কার নিরপেক্ষ। এই নীতিজ্ঞান লাভলোকসান খোঁজে না। আইনের বিধিবিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, এখানে আপেক্ষিকতা নেই আছে সজ্ঞান যুক্তিবাদীতা। ব্যবসা যেহেতু আইন নিয়ন্ত্রিত, সে কারণে যুক্তিবাদীতার অবস্থান একটি সীমায় আবদ্ধ। তেমনি অবস্থা ব্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রেও। উচ্চতর নীতিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ সাধারণতঃ ব্যবসা বা ব্যাঙ্কিং এ দেখা যায় না বলেই এখানে আপেক্ষিকতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে দেখা যায় নানা সময়ে নানা রকমের সংকট। প্রতিযোগিতার আবরণে আসে নানা অনীতিবাদী কর্ম। নীতিনিরপেক্ষ ব্যবসায়ও সাধারণ মানুষের ক্ষতি তাদের কর্মে নিরত রাখার অবস্থান সৃষ্টি করে না।

২৪.উচ্চতর নীতিজ্ঞানে আপেক্ষিকতা থাকে না। যা আমার জন্য অন্যায়, সেটি অন্যের জন্যও অন্যায় বলে বিবেচিত। এখানে একটি বিশ্বজনীনতার ধারণা কাজ করে। উচ্চতর নীতিজ্ঞান সুবিধাবাদিতা, ব্যক্তিগত লাভ, আইনী প্রয়োজনের উর্ধ্বে একে অবস্থান দেয়। এই নীতিজ্ঞান থেকে ব্যবহারিক প্রায়োগিক মানদন্ডের সৃষ্টি হয়। যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে কাজকর্ম করতে দেখি তখন আমরা এ কথাই বোঝাতে চাই যে তার বিবেকের যে নীতি অবস্থান, সে সেখান থেকে বিচ্যুত হয় নি। সে ব্যক্তি জানে তাকে সত্যের পথে ন্যায়ের পথে নানা বিপত্তির মাঝেও টিকে থাকতে হবে।

২৫.নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমাজে নৈতিকতার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিবরণমূলক বিভিন্নতা ও বিবর্তনমূলক বিভিন্নতা ছাড়াও নৈয়ায়িক বিভিন্নতার বিবেচনা না করলে এ সম্পর্কে আমরা বিভ্রান্ত হতে পারি। নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিভিন্নতার উপস্থিতি নানা কারণে ঘটে থাকে, কিন্তু নৈয়ায়িক বিভিন্নতা ঠিক বেঠিকের বিচারে নানা তাত্ত্বিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। সত্য ও ন্যায়কে মুখ্য বিবেচনা করে প্রায়োগিক যে বিভিন্নতা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক কারণে ঘটে সেখানে ব্যবসায় আমরা এক প্রকার প্রতিফলন দেখতে পাই, আমাদের বিবেচনায় সেগুলো মুখ্য হয়ে উঠলেও সত্য ও

ন্যায়ের মৌলিক ধারণা বিনষ্ট হয় না। ফলে সত্য ও ন্যায়ের মত নৈতিকতার মৌল ধারণা বিরাজিত থাকলেও প্রায়োগিক আপেক্ষিকতার উপস্থিতি সে শুদ্ধতার বিপরীতে যে অবস্থান নেয় সেখানেই নৈতিকতার সংকট উপ্ত হয়ে থাকে। এ থেকেই নৈতিকতার বহুত্ববাদের জন্ম এবং বিকাশ। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় এর প্রকাশ সম্ভবতঃ অনেক ক্ষতিকর।

২৬.নৈতিকতা ও উপযোগবাদ নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। ব্যবসায় মুনাফা তার উপযোগবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ। ব্যবসায়ী মহলের নৈতিকতা অনেকক্ষেত্রেই উপযোগবাদের ভিত্তিতেই মুনাফাকে নির্দ্দিষ্ট করে থাকে। ব্যবসায় তাই উপযোগবাদের বিকাশ মুনাফার ধারণায় অগ্রাধিকারিক। অধিকতর মুনাফাকে অধিক উপযোগের বাস্তবতা বলে ধরে নেয়া হয়। কি করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া গেছে তার বিচার এখানে গৌণ হয়ে উঠে। ব্যবসায় অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতার উপস্থিতিই নৈতিকতার উপযোগবাদকে ভোগবাদীতায় রূপান্তরিত করে কারণ উপযোগের ভিত্তি হিসাবে সম্পদের আধিক্য স্থান পায়, মানবতাবাদের অন্য বিবেচনা বিনষ্ট হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে। এর বিপরীতে অবশ্য স্থান নিয়েছে সুখকারতার ধারণা। ভোগ নয় চিত্তের তৃপ্তি এখানে মুখ্য হয়ে উঠে। চিত্তের তৃপ্তিতে বেদনা, পরার্থপরতা এমন কি ত্যাগও স্থান পায়। এছাড়াও তৃতীয় যে উপযোগবাদের ধারণা আমরা দেখতে পাই তা হল সম্প্রীতি। ব্যবসায় ক্রেতার সন্তুষ্টি অনেক সময় উচ্চারিত হলেও মূলতঃ মুনাফাই তার লক্ষ্য থাকে বলে অনেক সময়ই এখন সামাজিক দায়বদ্ধতার উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই। ব্যবসায় উপযোগবাদের ধারণায় ন্যায় ও সত্যের বিবেচনা অনুপস্থিত। ব্যবসায়ী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার কর্মে ন্যায়কে ধারণ করেন কিন্তু তার উপযোগবাদের বিচারেই ন্যায়ের সীমারেখা টানা হয়। দুর্নীতিকে আমরা অন্যায় বলে জানি, কিন্তু ব্যবসায়ীর মুনাফা বিবেচনায় উপযোগবাদের উপস্থিতি দুর্নীতি অবলম্বনে তাকে বিরত করে না এমন উদাহরণের কমতি নেই। ব্যাঙ্ক পরিচালনায়ও এমন অবস্থান অজানা নয়।

২৭.নৈতিকতায় উপযোগবাদের বিপরীতে সয়ম্ভু ধারণার সাথে আমরা পরিচিত হই। উপযোগ, আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি এ সমস্তের সাথে নৈতিক যথার্থতার সম্পর্ক সরাসরি নয়। ধর্মে যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের নির্দেশনা আছে, তেমনি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিবেচনাও আছে। ধর্মনিরপেক্ষভাবে জীবনদর্শনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মীয় ধারণায় জাত ঔচিত্য বিষয়ক বিবেচনায় তাত্ত্বিক বিতর্কের স্থান নেই কিন্তু যারা জীবনদর্শনের ভিত হিসাবে সয়ম্ভু ধারণায় নৈতিকতাকে বিবেচনা করে সেখানেই নানা বিতর্কের অবতারণা হয়ে থাকে। যারা কর্মকরণে সয়ম্ভু ধারণার সন্ধান করেন তারা সে ধারণার বিশ্বজনীনতা, অন্যের প্রতি যথার্থ ব্যবহার এবং যুক্তিগ্রাহ্যতাকে নিরীক্ষা করে দেখেন। নৈতিকতার একটি সাধারণ গ্রাহ্যতা আছে এবং ন্যায় ও অধিকার বিবেচনায় সে সাধারণ গ্রাহ্যতার বিকাশ ঘটে। ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং এ এমন নৈতিকতাবাদকে আমরা অনেক সময়ই অনুপস্থিত দেখি। সেখানে বিবেচনা সীমিত ও সীমাবদ্ধ।

২৮.নৈতিকতা দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়। দায়বদ্ধতা অবস্থাভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করলেও এর ভিত্তি থাকে নৈতিকতায়। যেহেতু আমাদের কর্মের জন্য আমরাই দায়ী, সেজন্য দায়বদ্ধতার নৈতিক ভিত্তিতে একটি সজ্ঞান অভিজ্ঞানের ধারণা অন্তজ রয়েছে। নৈতিক দায়বদ্ধতার সাথে কর্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, মুক্তচিন্তা, বিভিন্ন সম্ভাবনার বিবেচনা, বিবেকী সজ্ঞানতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যের জন্য গর্ব, অন্যায়ের জন্য লজ্জা, কর্মের জন্য দায়িত্ব এ সমস্ত ধারণা যুক্ত থাকে। ব্যবসায়িক নৈতিকতাভিত্তিক দায়বদ্ধতা ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে থাকে। যদিও মিল্টন ফ্রিডম্যান ও জন সাইমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আইনগত দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেন কিন্তু নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। এর কারণ অবশ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আইনগত দলিল সেখানেও তারা জনস্বার্থের নামে নিয়ন্ত্রণের আধিক্যকে নিন্দাবাদ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতার দায় তার উচ্চ ব্যবস্থাপকের উপর বর্তেছে অথবা তারা নিজেরাই সেটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান সয়ম্ভু নয় আইনের সৃষ্টি, সেজন্য সয়ম্ভু নৈতিকতার দায় প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেয়া সঠিক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতার যে যৌথচরিত্র সেটি কোন না কোনভাবে উপস্থিত থাকে। কর্মবিভাজনে, সহযোগ অবস্থানে, অংশগ্রহণে, প্রণোদনায়, সংযুক্তির মাধ্যমে যৌথ দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটে। ব্যবসায় যখন নৈতিকতার বিচার করতে হয় তখন কেবল ব্যক্তিক বিবেচনাই যথেষ্ট নয় এর নানাবিধ যৌথ অবস্থানের বিবেচনাটিও যথার্থ বলে মনে হয়। ব্যাঙ্কিং যেহেতু একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সেখানেও এ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য।

২৯.আমরা বর্তমানে বৈশ্বিক পুঁজিবাদের যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে পুঁজির ব্যবহার, উপযোগ, মালিকানা ও চলমানতার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। সে কারণেই অর্থনীতিতে নীতি-মুক্ত বিবেচনার প্রাধান্য লক্ষণীয় অথচ ধ্রুপদী পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক বিবেচনায় নৈতিকতার মূল্য এ্যাডাম স্মিথের লেখাতেই লক্ষণীয়। পুঁজিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, এর বিবর্তন ঘটেছে সমাজ বিবর্তনের সাথে, প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে, বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রধানতম হল পুঁজির পুঞ্জিভবন ও শিল্পপুঁজির বিকাশ এবং বিস্তার। সময়ের সাথে অবশ্য শিল্পের সংজ্ঞাও বদল হয়েছে সেটা লক্ষণীয়। পুঁজিবাদের বিস্তারে সম্পদের কেন্দ্রীভবন, উৎপাদনে পুঁজির ব্যবহার, শ্রমের পণ্যভবন, ব্যক্তিক মালিকানায় মুনাফার মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কের বিবর্তন, প্রযুক্তির সাহায্যে শ্রমের বিশেষায়ন এবং উদ্বৃত্তের শ্রেণীগত সঞ্চয়ন ও ব্যবহার ঘটেছে। এখানে কিভাবে পুঁজির উদ্ভব হল, পুঁজির অধিকার কিভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত এ সমস্ত নৈতিকতার বিষয় সাধারণভাবে অনুপস্থিত। পুঁজির ব্যবহারে উৎপাদন উৎকর্ষতাই প্রাধান্য পায়। বৈষম্য বা দূষণ বিশেষ বিবেচনায় আসে না। পুঁজি কিভাবে পুঞ্জিভুত হয়েছিল তার নৈতিক বিবেচনাও অর্থনীতির আলোচনা ধারণ করে না। ফলে নীতিমুক্ত ধনতন্ত্রে বৈষম্যের বিস্তারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ্য করলে বঞ্চনার বিস্তরণের দায় থেকে তাদের মুক্তি দেয়া যায় না।

৩০.পুঁজির ব্যক্তিক মালিকানা পুঁজিবাদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যদিও শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে মালিকানার বিস্তৃতি ঘটতে পারে তবুও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীভবন মালিকানাকে অনেক সময় কিছু মালিকের অধিনস্ত করে রাখে। ব্যক্তিক সম্পদ এবং ব্যক্তির উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মালিকানা দুটি ভিন্ন বিষয়। উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তিক মালিকানায় ব্যবসা, যোগাযোগ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ইত্যাদির কেন্দ্রীভবনের কারণে বিভাজিত সমাজের এবং অসম সুযোগের সৃষ্টি হয় যা স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক হয় না। বর্তমান উন্নয়নশীল দেশে অস্থিতিশীল অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থা পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কারণে সুযোগসুবিধার বিষম বন্টনের মধ্য দিয়েই অস্থির রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন ও ব্যবসায়িক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। নীতিমুক্ত অর্থনীতি উৎকর্ষের নামে একে যত সমর্থনই দিক না কেন, নীতিবিযুক্ত আর্থ সামাজিক অবস্থা সামাজিক পুঁজি ও মানব পুঁজির বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ন্যায়সঙ্গত সমাজ ও মানবিক উৎসরণ উন্নয়নের সহযোগী হয়ে উঠে না। সার্বিক উৎপাদন বাড়লেও, দারিদ্রের প্রসারণ কিন্তু থেমে থাকে না। সামষ্টিক উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বিতরণে ন্যায়সঙ্গত অবস্থানের সৃষ্টি করে না। এ কারণে ঐতিহাসিক ও নৈতিক বিবেচনায় ব্যক্তিক মালিকানাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কোন অধিকারে কিছু মানুষ সম্পদের মালিকানা অধিগ্রহণ করে, তার ভিত্তির যথার্থতা সবসময়েই প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। যে কারণে পুঁজিবাদের বিকাশে হরণকারী হঠকারিতার স্থান নিয়ে নীতিবাদী বিবেচনায় অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদেশেও ষাটের দশকে বা আশির দশকের পরে যে নব্য পুঁজি মালিকের বিকাশ ঘটেছে ব্যবসায় শিল্পে তার নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে এবং এখানে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়ক ভূমিকা বিস্মৃত হবার নয়। ব্যক্তির পুঁজির বিকাশে জ্ঞান সম্পদ, প্রযুক্তি সম্পদ ও সাংস্কৃতিক সম্পদের যে সামাজিক ঐক্যবদ্ধ মালিকানা এবং মানবিক উত্তরাধিকার যেভাবে ব্যক্তির অধিগ্রহণে তার মুনাফার তাগিদে ব্যবহৃত হয় সেটির কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। সমাজের সার্বিক মালিকানা যখন অস্বীকৃত অবস্থানে নিপতিত হয় তখন মাঙ্গলিক ও টেকসই উন্নয়নের ভিত বিনষ্ট হয়। বর্তমান বিশ্বে তেল, খাদ্যশস্য, পানি, নির্মল জলবায়ু নিয়ে যে সমস্যা সেটার মূল রয়েছে ব্যক্তিক পুঁজির মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবহারে। জ্ঞানকে যারা পণ্যে পরিণত করে ব্যবসায় নামে, গবেষণার ফল প্রযুক্তিকে যারা ব্যক্তিক মালিকানায় আবদ্ধ করে, শিক্ষাকে যারা মানের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে বিভাজিত সমাজের জন্ম দেয় এর ভেতরেই ব্যক্তি মালিকানা ও সামাজিক পুঁজির নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রতিভাত হয়ে উঠে। ব্যক্তিক পুঁজির বিকাশ শ্রমিকের উৎপাদন সহায়ক ভূমিকার মূল্যকে যথার্থতা দেয় না। যন্ত্র বা অর্থ উৎপাদনের সহায়ক মাত্র, মূল চালিকাশক্তি হল কায়িক ও মেধাশ্রম। সে শ্রম যখন পুঁজির অধঃস্তন অবস্থায় চলে যায় তখন শ্রমিকের নৈয়ায়িক স্বার্থ দলিত হয়, শ্রমের মর্যাদা যা মানব মর্যাদার ভিত সেটিই তখন বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩১.পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুক্তবাজারের জয়গান আমরা অনেক শুনেছি। বলা হয়, মুক্তবাজার নিয়ন্ত্রিত নয় এবং অসংখ্য প্রতিযোগী ভোক্তা ও সরবরাহকারী এ বাজারে উৎকর্ষ সাধন করে সবার স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা বাজারে মধ্যস্বত্বের উপস্থিতি দেখি, দেখি একচেটিয়া ব্যবস্থার আনুপার্বিক ব্যবহার, উৎপাদনের উপাদানের সবার সমান সত্ত্ব থাকে না যেমন থাকে না ভোক্তার ক্রয়মতার সমতা। বলা হয় মুক্তবাজারের যৌক্তিক উপস্থিতি উৎপাদন ও বন্টনে উৎকর্ষ নিয়ে আসে। এখানে স্বাধীনভাবে পছন্দের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। প্রতিযোগিতার কারণে উৎপাদনের খরচ কমে, পণ্যের মান নির্দ্দিষ্ট হয়, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষিত হয়। সেটা একটি স্বপ্নের রাজ্য যা বাস্তবে দেখা যায় না। প্রতি বিনিময়ে যে ন্যায্যতা ও সাবলীলতার উপস্থিতির কথা বলা হয়, তা প্রায়শই অনুপস্থিত। এর একটি কারণ হল উভয়পক্ষের সমান সজ্ঞানতার অনুপস্থিতিই হল বাস্তবতা। ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা অথবা নতুন কিছু প্রবর্তনের উদগ্র আগ্রহ এ সমস্তের সমতা বাস্তবে থাকে না। প্রতিযোগিতা কি সম্প্রীতি, সহযোগিতা বা সহমর্মীতার সৃষ্টি করে? বাজার ব্যবস্থার একটি প্রবণতা হল ক্রমান্বয়ে দক্ষের আধিপত্য, যার ফলে উৎপাদন বাড়লেও, সামাজিক ন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান ব্যবসায়িক ও ব্যাঙ্কিং খাতে অভিজ্ঞতা তো এ সত্যকেই উদঘাটিত করে।

৩২.পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাজার আধিপত্যের কারণে সৃষ্ট নানা বৈষম্যের বিপরীতে সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবেচনা করা হয়। সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি সমাজতন্ত্রী রাজনীতি থেকে ভিন্ন করা যায় না। এখানে সরকার বা এক পার্টির আধিপত্য লক্ষণীয়। তাত্ত্বিক চিন্তায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতায়, উন্নয়নের পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সমস্ত উৎপাদন উপকরণের মালিকানা জনগণের কাছে দেয়া হয়। জনগণের মালিকানা ও সার্বিক সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতায় নয় বরং পার্টির সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। পার্টির নিয়ন্ত্রিত সরকার ও জনগণের মানবিক ও অন্যবিধ অধিকারের সামঞ্জস্যহীনতাই নানা রকম নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক যথার্থতা এবং এর প্রায়োগিক কাঠিন্য নানা দেশে নানা নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মানুষে মানুষে সাম্য উন্নয়নে উৎকর্ষ আনে কিনা সে বিষয়ে, বিতর্ক দেখা গেছে, এছাড়াও পার্টি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষকে তার সংযোজিত উৎপাদন মূল্য দিতে যখন ব্যর্থ হয় এবং মূল্য যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সমতা, নিরাপত্তা ও উৎকর্ষ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠে বলেই সমাজতন্ত্রের যে বিকাশ আমরা দেখেছি সেখানে মানুষের নানা মৌল প্রয়োজন মেটাবার প্রচেষ্টা দেখা গেলেও সকল মানুষের সমান অধিকারের বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় নি। এখানে মিলোডিন জিলাসের দি ন্যু ক্লাস স্মরণীয়।

৩৩.মুক্তবাজার যেমন ব্যবসায় মুনাফার প্রাধান্য দিতে গিয়ে নানা নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাও নৈতিকতার মানদন্ডে ন্যায়সিদ্ধ অবস্থানেরও সৃষ্টি করে না। পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় উৎকর্ষের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিন্তু পরিণামে সমতাভিত্তিক সমাজের প্রস্তাবনা করে না কারণ প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা প্রমাণই পুঁজিবাদের ন্যায়ভিত্তিক সমাজের ধারণাকে প্রথাগতভাবে গুরুত্ব দেয়। পরিণামের ভিন্নতা বিষম সমাজের সৃষ্টির মধ্যদিয়ে সমান সুযোগের ধারণাকে বিনষ্ট করে পুঁজিবাদের নৈতিক অবস্থানকেই দুর্বল করে দেয়। সমাজতন্ত্র কেবল সমান সুযোগের কথা বলে না, সবার কাছ থেকে যোগ্যতা অনুসারে কর্মকেও গুরুত্ব দেয় কিন্তু বন্টনে ন্যূনতম চাহিদা মেটালেও উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনামূলক অংশ দেয় না ফলে প্রতিযোগিতার স্থানে নিয়ন্ত্রণ অনেক গুরুত্ব পায়। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ও বন্টনের অসমতা ন্যায়ভিত্তিক নৈতিকতার দিক থেকে যে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করে তার আমলাতান্ত্রিক সমাধান ঔচিত্যকে নিশ্চিত করে না যেমনি বাজারনির্ভর অর্থনীতিকে সুবিধাভোগী প্রতিযোগীর আধিপত্যবাদী সমাধানও ন্যায় ও নৈতিকতাকে অর্জন করতে সহায়তা করে না। উৎপাদন ও ব্যবসার এই সমস্যা সে সমস্ত অর্থনীতির আর্থিক ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হয়।

৩৪.পুঁজিবাদী বাজার, ব্যবসা ও আর্থিক ব্যবস্থায় নানা প্রাতিষ্ঠানিক ধরন থাকলেও মূলতঃ ব্যক্তিক স্বাধীনতা ও ভোক্তার পছন্দের মুক্ত অবস্থানকেই ফল লাভের মৌল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পছন্দ ও কর্মের স্বাধীনতাকে দায়িত্ববোধ ও যৌক্তিকতাভিত্তিক বলে ধারণা করা হয় যদিও প্রতিটি বিনিময় বা বিনিয়োগ কর্মে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পায়। এ পদ্ধতিতে নৈতিকতার মূল উপাদান হল যুক্তিবাদিতা, সততা, স্বচ্ছতা এবং অন্যকে বাধ্য করার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের এবং পরিচালক ব্যবস্থাপনা সংস্থার দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা ও সকল তথ্যের উন্মোচিত অবস্থান এমনি ব্যবস্থায় নৈতিক প্রতিবেশ সৃষ্টিই প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য যেমন ব্যবস্থাপনাকে নীতি পরিচালনার কাছে দায়বদ্ধ হতে হয় তেমনি নীতি নির্ধারকদের বৃহত্তর স্বার্থের অনুগামী হতে হয়। দায়িত্বজ্ঞান, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নানা রকমের গোপনীয়তা দায়বদ্ধতার স্থিতিকে বিনষ্ট করে। এজন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নানারকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা যেটি কেবল আর্থিক নয়, সামাজিকও বটে। এর ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের নৈতিক বিষয়টিও বিবেচনায় আসে। নৈতিক বিবেচনায় ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনায় সকল পক্ষের অধিকার বিবেচনা যেমনি আসে, তেমনি ব্যক্তির উচ্চাশা, স্খলন সম্ভাবনা, ক্ষমতার উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার এমনি অবস্থায় যাতে পরিচালনায় যুক্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নৈতিকতা আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হয় না, এর জন্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় এবং নীতি পালনকারী মনন সৃষ্টির ব্যবস্থাও রাখতে হয়। আমাদের দেশে অন্য অনেক দেশের মত

ব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যবসায় আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা অন্য অনেক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর্থিক সংস্থার বেলায় সকল লেনদেনের স্বচ্ছতা ও নিয়মসিদ্ধতা জানার অধিকার কেবল নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নয় সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরও থাকা একটি প্রয়োজনীয় নৈতিক বিবেচনা।

৩৫.সকল ব্যবসায় আর্থিক সংস্থার ব্যবসার গতি প্রকৃতির মত নতুন নৈতিকতার মানদন্ডে কেবল উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি সমবিবেচনা এবং ন্যায়সিদ্ধতাই নয় আজ পরিবেশ বিবেচনা, নীতি ও পরার্থ সংরক্ষণ ধারণা ও সাধারণ স্বার্থরক্ষার বিষয় আজ উচ্চারিত হচ্ছে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার বিচার শুধু নয়, সকল কর্মের সামাজিক বিচারও আজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজের সার্বিক অগ্রগামিতাই অর্থনীতির অগ্রগমনকে টেকসই করে। ক্ষুদ্র স্বার্থের বিবেচনা এমন অগ্রগমনকে অস্থিতিশীল করে দেয় বা করে দিতে পারে।

৩৬.ব্যবসার সম্প্রসারণের সাথে ব্যাঙ্কসহ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার অর্থ সংগ্রহ ও লেনদেনের নানা প্রকার বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বায়ন, বাণিজ্যের বিস্তার, বিনিয়োগের সঞ্চালন, দেশবিদেশে শ্রমের আনাগোনা এ সমস্তই ব্যাংককে অর্থনীতি পরিচালনার কেন্দ্রে স্থিত করেছে। ক্রমেই সম্পদ ও বিনিময়ের আর্থিক সঞ্চালন বৃদ্ধি পেয়েছে, মুদ্রার হস্তান্তরিত হওয়ার গতি বেড়ে গেছে, দেশ থেকে দেশান্তরে পণ্য ও মুদ্রার অধিগমনও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার প্রসার ও প্রতিযোগিতা বেড়েছে, এ ব্যবসার প্রকৃতিও বদল হয়েছে, প্রযুক্তি এ ব্যবসায় দিয়েছে নানা সম্ভাবনার সূত্র। তবুও মনে রাখতে হবে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা মূলতঃ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে চলে আর মূলধনের চাইতে আমানতের উপর নির্ভরতা এখানে অনেক বেশী। বিশ্বাস ও আমানত খেয়ানত না হওয়ার জন্য বিশেষ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন হয় যাতে মন্দকে পরিহার করা যায়। অন্যায়কে এড়িয়ে চলা যায়। নিয়মনীতি পালন করা যায় এবং শুভকে বরণ করা যায়। অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় এই চিত্র সব সময় পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ ব্যাঙ্কের উচ্চ ব্যবস্থাপনায় খুব কম লোককে পাওয়া যাবে যারা তাদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সততা, সাধুতা, শুদ্ধতা, ন্যায়সিদ্ধতা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা মেনে চলেন এমন কথাই আমাদের শোনাবেন। অথচ ঋণ যে প্রভাবের ফলে দেয়া হয়, মালিকদের বেনামী শেয়ার যে আছে, মালিকের বেনামী প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়, নানা প্রভাবে ঋণের সুদ মওকুফ হয়, একই কারণে ঋণের পুনঃতফশিলীকরণ ঘটে, ক্ষুদ্র আমানত ও ঋণের প্রতি যে অনাগ্রহ দেখানো হয় এ সমস্ত তো আমাদের জানা। আমরা ঋণখেলাপী পরিচালকের আইনী লড়াই দেখেছি, আমরা ব্যাঙ্ক কর্মকর্তার আমানতের অর্থ অপসারণের ঘটনাও শুনেছি। ঘুষ, প্রভাব, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মৌল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

৩৭.অনেকের ধারণা, বর্তমানের জটিল বিশ্বায়িত অবস্থায় সরল সহজ নিয়মনীতিতে অনৈতিকতা চিহ্নিত করার চাইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা জটিল তথ্যের বিশ্লেষণে দায়িত্বশীল পক্ষপাতশূন্য অবস্থানে থাকাটাই আজ নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, কারণ মালিকের মূলধন রক্ষা অনেক সহজ কিন্তু বিস্তৃত আমানতের ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা সৃজন ও আমানতকারী এবং আমানত ব্যবহারকারীর প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মূল্যবোধের যে সজ্ঞানবোধে সর্বত্র সঞ্চারিত থাকা প্রয়োজন সে জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক কর্মের মধ্য দিয়ে এ নৈতিক আবহের সৃষ্টি ও তাকে রক্ষা করতে হয়। ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয়ায়, নৈতিকতার সংস্কৃতিকে সৃজন ও রক্ষণের মানসিকতা অনুপস্থিত থাকলে, স্খলনের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে উঠে। ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করে, সে আমানত বিনিয়োগ করে। যাদের কাছ থেকে আমানত আসে এবং যারা ঋণ নিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কে জানা জটিল বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে উঠছে। যিনি আমানত রাখছেন, তার অর্থের উৎস কতটুকু জানা যায়? আমানত সংগ্রহে ব্যাঙ্কে তার পরিচিত পরিধির বাইরে যেতে হয়, আমানতকারীর নৈতিক আচার আচরণ সম্পর্কে জানা সব সময় সম্ভব হয় না। একইভাবে ঋণ গ্রহণকারীর সার্বিক ব্যবসায়িক ব্যাপার জানা সর্বদা সম্ভব হয় না। আপনার আমানতকারী বা ঋণ গ্রহণকারীকে জানুন এটা একটা প্রচলিত কর্মপন্থা। কিন্তু যে অর্থনীতিতে চোরাচালানী, হুন্ডি, নানা অপ্রচলিত ব্যবসায়িক ব্যবস্থা, বিদেশ থেকে টাকার প্রবাহ এমনি সব নানা অবস্থা বিরাজ করে সেখানে মুনাফার নানা সম্ভাবনাকে নৈতিকভাবে সমর্থনীয় বলে মনে হয় না। রাশিয়ার মত সমাজতন্ত্রী দেশে যখন দেশী ও বিদেশী পুঁজির লগ্নী নানাভাবে আসে তখন সমাজবাদী অবস্থার অবসান ও পুঁজিবাদের উত্থানকে অনেকেই নৈতিকভাবে সমর্থনীয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু এর ফলে যে চোরাকারবারী, অর্থের অনিয়মিত পাচার, লগ্নীর কেন্দ্রীভবন, নানা প্রকার ক্ষতিকারক কর্মসম্পাদন ঘটেছে তাকে নৈতিকতার মানদন্ডে সমর্থনীয় বলে মনে হয়নি। আমাদের দেশেও নানাভাবে নানা উৎস থেকে যখন উগ্রবাদের সমর্থনে অর্থের লেনদেন ঘটে, জাতীয়ভাবে বিভাজিত সমাজ সৃষ্টির লগ্নী বিনিয়োগ হয়, কালো টাকা সাদা করার জন্য ঋণের প্রবাহ সৃষ্টি হয়, বিভিন্নভাবে প্রভাব সৃষ্টির জন্য অর্থের লেনদেন হয়, তখন এসবের সাথে ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্টতাকে কতটুকু নৈতিক বলে ধারণা করা যায়?

৩৮.এ সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনা তাদের ব্যবসায়িক নিশ্চয়তা ও মুনাফার মাপকাঠির বাইরে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। যদি অবস্থা তেমনই হয় তাহলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে পড়ে। ব্যবসার ক্ষেত্র ও পরিবেশ ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে, সে সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়নের নানা পরিচিত অপরিচিত নতুন পুরাতন ব্যবসায়িক যৌগিক প্রক্রিয়া। ব্যাঙ্ক তার পরিচিত পরিবেশের বাইরে সংযুক্ত হয়,

দেশভেদে আইনী বিভিন্নতা ও জটিলতার সৃষ্টি করে, এমনকি যাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠতে হয় তাদের মানসিকতা ও নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। আমরা জানি কিভাবে রাশিয়া থেকে অর্থ ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্ক ও অন্যান্য পশ্চিমের আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে পাচার হয়েছে। আমাদের এও জানা আছে, সিআইএর মত বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাকে ব্যবহার করে থাকে। আমরা অফসোর ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থাকে কিভাবে সুযোগ সন্ধানীরা ব্যবহার করে তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও দেখেছি। রাজনীতির জন্য আর্থিক সংস্থার ব্যবহার কোন নতুন বিষয় নয়। অনেক আইনজীবি দেশের আইনকানুনের কোন ফাঁক ফোকর ব্যবহার করে বিশেষ ব্যবসায়িক বিনিয়োগ করা সম্ভব তার বুদ্ধি ও নিয়মসিদ্ধতা নিশ্চয় করে থাকেন। নিয়মসিদ্ধ হলেই নীতিসিদ্ধ হয় না।

৩৯.টেলিব্যাঙ্কিং আজ অনেকের কাছেই পরিচিত। ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যান্ড আমেরিকান ধর্মপ্রচারক ডক্টর প্যাট রবার্টসনের সাথে যখন টেলিব্যাঙ্কিং নিয়ে প্রস্তাব বিবেচনা করছিলেন তখন ধারণা করা হয়েছিল এর মাধ্যমে তিন বিলিয়ন ডলার আমানত হিসাবে আসবে। ব্যবসা হিসাবে এটা আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু ডক্টর রবার্টসন রাজনীতি সম্পৃক্ত নানা কর্মে যুক্ত ছিলেন যার ফলে কর্মচারী, আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীরা একটি ব্যবসায়িক বিবেচনায় সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে ব্যাঙ্ক অব স্কটল্যান্ডকে বাধ্য করেছিল। শুধু তাই নয় স্কটল্যান্ডের দীর্ঘসময়ের নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার আশ্বাসও দিয়েছিল। আমাদের দেশে রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনা ও মালিকানায় উপস্থিতির হার চোখে পড়ার মত। ব্যাঙ্কের ঋণ খেলাপীদের মধ্যে রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। অথচ এর নৈতিকতা নিয়ে কর্মচারী বা আমানতকারীরা যথাযথ তথ্য থেকে বঞ্চিত এবং এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য হয় না। ব্যাঙ্কের রাজনীতি সম্পৃক্ত ব্যক্তির সাথে ব্যবসায়িক ব্যাপারে যথার্থ সতর্কতার প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিভাত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রযুক্তির যে প্রভাব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় এসেছে, টেলিব্যাঙ্কিং, অটোমেশন, ক্রেডিট ডেবিট কার্ড এ সমস্ত ক্ষেত্রে নানা রকম তথ্য ঝুঁকি দেখা দিয়েছে যার ফলে আমানতকারী বিভিন্ন দেশে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন দেশে গোয়েন্দা সংস্থা চল্লিশ লক্ষ আমানতকারীর বিষয়ে এমন ঘটনার তথ্য প্রকাশ করেছে। প্রাযুক্তিক সুবিধা ও আমানতের ঝুঁকির বিষয়ে এখনও যথার্থ বিবেচনা দেওয়া হয় না। এটি কেবল প্রাযুক্তিক বিষয় নয়, ব্যবসায়িক বিষয় নয়, এর ভেতরে যে নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত সেটি প্রাযুক্তিক সুবিধা ও ব্যবসায়িক মুনাফার বিবেচনায় ঢাকা পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের প্রাযুক্তিক বিস্তরণের মাধ্যমে মাদক ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা, মানুষ পাচারের ব্যবসা, দুর্নীতিসম্পৃক্ত আদান প্রদান, পরিবেশ দূষণের নানা রকমের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড এসবের সাথে ব্যাঙ্কের আর্থিক সংশ্লেষ থাকে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলো শিল্পবর্জ্যের কারণে দূষিত হয়েছে, ব্যাঙ্ক তার অর্থঋণ প্রদানে এ

বিষয়ে কতটুকু নজরদারী করে তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। গণমাধ্যম এদিকে সাম্প্রতিককালে দৃষ্টি দিলেও ব্যাঙ্কের এ বিষয়ে অবিবেচনার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে নি। গৃহায়নের ক্ষেত্রে জলাশয় আইন বা বিল্ডিং কোড ভাঙ্গছে যে সংস্থা তাদের কেবল মালিকানা, সিকিউরিটি বা রাজউকের অনুমোদন দেখাই কি যথেষ্ট? অর্থায়নকারী সংস্থার এখানে কোন নৈতিক দায়িত্ব কি আছে? ইউরোপে এখন এক জাতীয় গ্রীন ব্যাঙ্ক, গ্রীন হাউজিং, গ্রীন বিজনেস এ জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছে, আশা করা কি যায় আমাদের আর্থিক সংস্থা এমন বিষয়ে বিবেচনা রাখবেন?

৪০.বিভিন্ন দেশে নৈতিক আপেক্ষিকতার কারণে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়, এমন কিসাংবিধানিক অধিকারের প্রশ্ন দেখা দেয়। পশ্চিমে আজ পরিবারের গঠন ও সংজ্ঞা বদলে গেছে। অনেক দেশেই শরীয়া আইনের প্রয়োগ রয়েছে। এ সমস্ত কারণে ঔচিত্য সম্পর্কে ধারণারও বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসাকে ঋণ দিতে আমাদের দেশের আইনে কোন অসুবিধা নেই, মাদ্রাসা উন্নয়ন ও চলছে নানাভাবে। কিন্তু তুরস্কে এটি রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্নতার নানা ধরন ব্যাঙ্কিং খাতে নৈতিকতার বিতর্কও বিস্তৃত হচ্ছে। আমেরিকায় গর্ভপাতে সহায়তাকারী সংস্থাকে সরকারী অর্থায়নে বাধা আছে, অনেক আর্থিক সংস্থাও এ বিষয়ে রক্ষণশীল। বিশ্বায়নের কারণে নৈতিকতার বিভিন্ন মানদন্ড ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। আমাদের দেশে সরকারী বিশেষ ঋণ যখন দেয়া হয় তখন যাদের জন্য ঋণ তাদের অনেকেই বঞ্চিত হয়ে বিশেষ প্রভাবক দল এর সুবিধা ভোগ করে। কৃষি ঋণ, তাঁত ঋণ থেকে শুরু করে অনেক ঋণের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকের নামে ঋণ দেয়া হয়েছে যার অস্তিত্ব নেই অথবা যিনি আদতেই আসেন নি; অনেকে ঋণ পান যারা এ ঋণের জন্য নির্দ্দিষ্ট নন। এখানে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা অথবা ব্যাঙ্কের সার্বিক ব্যবস্থাপনার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর নয়। এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার মানদন্ড পরিবর্তিত হয় এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনায় তার পরিচিতি ও ভাবমূর্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাঙ্কের স্থিতিপত্র স্বচ্ছ ও বোধগম্য হওয়া দরকার। স্মরণ করা যেতে পারে জাপানের আর্থিক সঙ্কটের সময় অনেক ব্যাঙ্ক স্থিতিপত্রকে সুসজ্জিত করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, এমনকি সুইজারল্যান্ডের জাপানস্থ সরকারী সংস্থাও এ অভিযোগ মুক্ত ছিল না। লেনদেনের কৃত্রিম চিত্রায়ন সৃজনশীলতার পরিচয় দিলেও যথার্থ নয় এবং নৈতিকতার বিচারে অগ্রহণীয়। আমাদের দেশেতো বটেই অনেক নামকরা ব্যাঙ্কে এমন কৃত্রিমতায় সৃষ্ট অনৈতিক চিত্রায়নকে চিহ্নিত করতে বর্তমানে অর্থচিত্রের বিচারিক বিবেচনার বিষয়টি গ্রহণীয় হয়ে উঠছে। এজন্য যে ব্যবস্থার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা হল নৈতিক ও আইনী মানদন্ডের সাথে সাজুয্যপূর্ণ অবস্থানের প্রচেষ্টা। ব্যাঙ্ক যেহেতু আমানতের বাইরেও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন কর্মে উপদেশনা, ইন্সিওরেন্সসহ অন্যান্য ব্যবসার সাথেও যুক্ত হয় এর ফলে ফান্ড ব্যবস্থাপক নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যেখানে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বৈপরীত্য উপস্থিত থাকে। সম্প্রতি

যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানী পরিচালিত পেনশন ব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্ন কোম্পানী পরিচালিত বিনিয়োগ ও মুনাফার অংশীদারিত্বভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে দেখা গেল ভিন্ন কোম্পানীর পরিচালনা থেকে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের ক্ষতিই হয়েছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কটি কর্মচারী স্বার্থরক্ষায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণে অভিযুক্ত হয়েছে ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা অবশ্যই বিয়ারিং কেলেঙ্কারীর কথা ভুলে যাইনি। এখানে একজন ব্যক্তি যিনি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে শতাব্দী প্রাচীন ব্যাঙ্কটির দায় এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিকে মাত্র এক ডলারে অন্য মালিকানায় দিতে হয়েছিল। দায়বদ্ধতার দিক থেকেই এখানে নৈতিকতার বিষয়টি এসেছিল; অংশীদার, আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থতাই এখানে বিবেচিত হয়েছে। আমাদের দেশেও আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যর্থতার উদাহরণ কিন্তু কম নয়।

৪১.আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে দেখা যায় আগে গ্রামীণ অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থায় ক্ষতির মুখেও যে ব্যাঙ্ক সেবার ব্যবস্থা ছিল, তার পরিমাণ কমে এসেছে। ব্যাঙ্কের শহরমুখীতার কারণে শহরে ব্যবসা ও শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এবং কর্মের সুযোগের বিকেন্দ্রীভবনের প্রবণতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাঙ্কের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কি নীতিহীনতায় অভিযুক্ত হতে পারে? স্বল্প অর্থের সঞ্চয়ীদের জন্য সরকারী ব্যাঙ্কের বিকল্প থাকছে না কারণ বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাঙ্ক বড় আমানতকারীদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা দিয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার নামে এ সুযোগের বৈষম্য ও অর্থনৈতিক কর্মে সমান সুযোগ অথবা দরিদ্রতর শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগের যে অবস্থান তাকে দুর্বল করে দেয় যা ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাও সংশোধন করতে পারে না। ব্যাঙ্ক এখন নানাবিধ অসম সেবামূল্য নিয়ে থাকে, এর ফলে আমানতকারীদের অনেকেই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। মুনাফা সন্ধানী ব্যাঙ্ক বাণিজ্য বিষম সমাজের জন্য আর্থসামাজিক বিভাজনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের সৃষ্টি করে, সামাজিক বিবেচনায় তাকে নৈতিক বলা চলে না। সুষম সমাজ সৃষ্টিতে 'ক্রস-সাবসিডির' প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে 'ইউজার পে' নীতির সাবধানী প্রয়োগের। সার্ভিস চার্জ ও সুদের বিনিয়ন্ত্রণ অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সামাজিক নীতিবদ্ধতার বিসর্জন বিষয়ে নানা আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। আজ যখন ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে মুখর আলোচনা হয় তখন বিভাজিত সমাজের বাস্তবতাকে বিসর্জন দিয়ে আমানত ও ঋণের কেন্দ্রীভবন ও সে সাথে সেবারও কেন্দ্রীকরণ নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একচোখা নীতির জন্ম দিয়ে চলেছে।

৪২.আমরা যখন, ব্যাঙ্কে ভাল ব্যবস্থাপনার কথা বলি তখন আমানতকারীদের প্রতি সুবিবেচনা, দূরদর্শী ব্যবস্থাপনা, সুস্থ আর্থিক অবস্থার কথাই মনে রাখি। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের ভাবনা থাকে আমাদের চিন্তায়। প্রতিটি ব্যাঙ্ক তার ঝুঁকি এমনভাবে মানিয়ে চলবে যেন তার আমানতকারী সম্পদ

না হারায় এবং ঝুঁকির আধিক্যে ব্যাঙ্কটির কারণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তাদের কর্মতৎপরতায় বিধ্বস্ত অবস্থায় নিপতিত না হয়। ব্যাঙ্কটি যদি অপরিচালনীয় অবস্থায় গিয়ে পড়ে তবে অর্থনীতিতে এর ধাক্কা ব্যাপক হয়ে পড়ে। পরিচালনার এ সাধারণ ধারণার পিছনে বেশ কিছু নৈতিক চেতনা রয়েছে। প্রথমতঃ কর্মের স্বচ্ছতা, ব্যবসায়ে ন্যূনতম বিভিন্নতা এবং দায়িত্বশীল কর্মতৎপরতায় দায়বদ্ধতার প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা পরিচালনায় যথার্থ ও পরিচ্ছন্ন মানদন্ড যার মধ্যে সুস্থ বিবেচনা প্রস্ফুটিত হয়। তৃতীয়তঃ সকল রকম বেআইনী, অনুপযুক্ত, বেমানান, অশোভন কর্মপ্রক্রিয়া বর্জন। মনে রাখা প্রয়োজন বেআইনী, অযথার্থ ও অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ডই ব্যাঙ্কের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে যার ফলে সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারে যা ঘটেছিল দক্ষিণ এশিয়ায় এখন পশ্চিমে ও সারা বিশ্বে। জনগণের আস্থাই ব্যাঙ্ককে গতিশীল করে আর আস্থার ভিত হল স্বচ্ছ নীতিবদ্ধতা। এই নীতিবদ্ধ অবস্থান সৃষ্টি ও সেটি ক্রিয়াশীল রাখাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসহ সামগ্রিক আর্থিক সংস্থাগুলোর দায়িত্ব। এজন্য প্রয়োজন ব্যাঙ্ক পরিচালনার একটি নীতিনিষ্ঠ প্রত্যয় ও প্রায়োগিক অবস্থান।

৪৩.এ জন্য প্রতিটি ব্যাঙ্কের নীতি অবস্থানের একটি স্পষ্ট ধারণা পরিব্যাপ্ত হতে হবে। এজন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তাদের আচার আচরণে নীতিস্খলনের কোন ধারণা থাকা অনুচিত। নৈতিকতা তখনই প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠে যখন পরিচালক ও ব্যবস্থাপকেরা সব স্তরেই নীতিবোধের স্পষ্ট পরিচয় রাখেন এবং তার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উজ্জীবিত করেন। নীতিসিদ্ধ আচার আচরণের সাথে কর্মে নিযুক্ত সকলেরই বিচারিক মানদন্ড স্পষ্ট হতে হয়। মানদন্ড থাকাই যথেষ্ট নয়, মানদন্ড ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। হংকং ও সিঙ্গাপুরে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একজন নীতিসম্পৃক্ত পরামর্শক আছেন যিনি যে কোন কর্মকর্তার মানদন্ড ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, মানদন্ড ও নীতিসিদ্ধতা সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা অনেক সময় কর্মকে যত না নৈতিকতা সমৃদ্ধ করে তার চাইতে উচ্চতর ব্যবস্থাপনায় নীতিসিদ্ধ আচরণের ব্যাপকতা ও স্পষ্টতা তার চেয়ে অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখে। অবশ্য পুরস্কার ও তিরস্কার এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এর কোন উপস্থিতি দৃশ্যমান নয়।

৪৪.আজকাল 'কর্পোরেট গভার্নেন্স' নিয়ে নানা আলোচনা হয়। ব্যাঙ্কিং খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে সমীক্ষাগুলো হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা যত উচ্চ নৈতিক অবস্থানকে নীতি ও কর্মে বিস্তার করতে পারবে ততই প্রতিযোগী অবস্থায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে এবং এ অবস্থান সৃষ্টিতে প্রাথমিক দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের। পরিচালনা পর্ষদের সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা দায়বদ্ধতা এ সমস্তই প্রাতিষ্ঠানিক নীতি অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করতে

সহায়ক হয়। প্রতিযোগিতার জগতে নানা দোষে দুষ্ট ব্যবসায়িক ও সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনাকে মনে রাখতে হবে আর্থিক সংস্থায় নীতিমান্যতা বিলাসিতা নয়, কোন বিমূর্ত আদর্শিক ব্যাপার নয়, বরঞ্চ এই নৈতিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ অর্থনীতির স্থিতিশীল অবস্থার শিকড় নির্মাণ করে, ব্যবসায়ে বিভিন্ন জটিল অবস্থা উত্তরণে সহায়তা করে এবং এ কারণেই সুস্থ ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়। নৈতিকতাসমৃদ্ধ ব্যাঙ্কিং পরিচালনা দীর্ঘকালে গতিশীল উন্নয়নের ভিত রচনা করে।

চার

৪৫.আমি আগেই বলেছি ব্যাঙ্কিং একটি পেশা। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিক পরিবর্তনের সাথে পেশাগত বিশেষায়ণ ও মিথষ্ক্রিয়া ব্যাঙ্কিং পেশাকে অর্থনীতির দিক থেকে এক বিশেষ অবস্থানে নিয়ে গেছে। ব্যাঙ্কিং পেশা আজ আর শাইলকের শোষণ প্রক্রিয়ার স্থানে নেই। এ পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা যেমন জীবিকার অন্বেষায় এর সাথে যুক্ত তেমনি তারা অর্থনীতির উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সংশ্লেষ ঘটাতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তারা জানেন কিভাবে কোন মূলধনী সংমিশ্রণ অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে নিশ্চিত করবে। এজন্য তার কর্মে সজ্ঞানতা, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সহমর্মীতা ও সচেতন ন্যায্যতা পরিস্ফুট থাকতে হয়। চিকিৎসক ও আইনজীবিদের পেশাগত দিকে যত বিবেচনা ও আলোচনা বিদ্যমান ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। এ দুটি ক্ষেত্রে নানা জটিল কর্মজ্ঞানের উপরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ব্যাপক ভিত্তি লক্ষ্য করা যায় এবং সে জ্ঞান অর্জনে বহুদিনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ও নবিশীকর্মের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা ও আইন পেশায় প্রতিনিয়ত নানা ধারণা, চিন্তন, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ দুটি পেশায় আমরা আর্থসামাজিক সংশ্লেষ দেখতে পাই। এ দুটি পেশায় দীর্ঘকালীন স্বশাসিত নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয় যা নৈতিক বিষয়টিকে যথার্থ গুরুত্ব দেয়। এ প্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্কিং কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন বেড়েছে এবং এ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সংশ্লেষ ঘটেছে যা থেকে নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। ব্যাঙ্ক আজ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পেশাগত দায়িত্বশীলতা সত্ত্বেও এখানে নৈতিক বিধিবিধানের ভিত্তি স্বয়ম্ভু নয় এবং এর কোন নৈতিক সার্বজনীনতাও সৃষ্টি হয় নি। এটি অন্য ব্যবসার মত নিজস্ব কর্মকৌশলের অধীন। এখানে নৈতিকতাও আপেক্ষিক। এ কারণে ব্যাঙ্কিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হওয়া সত্ত্বেও আজ নৈতিকতার ভিত সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছে তাত্ত্বিকেরা এবং নানা রকমের নিয়ন্ত্রণও এখানে সে নৈতিকতার নিশ্চিত ভিত এখনও সৃষ্টি করে দেয় নি। সাম্প্রতিককালের ব্যাঙ্কিংসহ আর্থিক খাতের যে জটিল অস্থিরতা সেখানে এই নীতি অবস্থানের বিবেচনা তেমন আলোচিত

হয়নি। যে ব্যাঙ্কিং সংস্থার অতি মূল্যায়িত কর্মকর্তাগণ অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নানা অজানা প্রক্রিয়ায় সংস্থাটির অস্তিত্বকে প্রশ্নসংকুল করে তুলেছেন এবং যাদের নিমজ্জনকে ঠেকাতে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা সরকারকে সাধারণ মানুষের করের টাকা বা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া ঋণের বোঝা খরচের দায় হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছে, সেখানেও নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে কারো স্খলিত অন্তঃশাসনের স্বীকৃতি আজ পর্যন্ত মেলে নি। সমস্ত অপসিদ্ধান্তের দায় গিয়ে বর্তেছে সাধারণ মানুষের উপর না হলে বলা হয়েছে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। এটা রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি প্রকাশ বলে ধরে নিলেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীন পরিতোষনার যে দায় তা থেকে দায়ী প্রতিষ্ঠান, তার কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাদের জনকল্যাণ সম্পর্কে মুক্তবাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অতি নির্ভরতা এবং নিরীক্ষণের অস্বচ্ছতা এর ফলে সৃষ্ট দায়বদ্ধতাহীন অবস্থার সৃষ্টির নৈতিক দায় কার উপর বর্তাবে?

৪৬.বিশ্বায়ন ও বিশেষায়নের ফলে ব্যাঙ্কিং সহ প্রায় সকল সেবাখাতেই বিশেষজ্ঞের আধিপত্য লক্ষণীয়। ইভান ইলিচ (Ivan Illich) তার সুলিখিত ও বিশ্লেষণধর্মী বইতে বিশেষজ্ঞকে অযাচিত অপ্রয়োজনীয় অনিয়মতান্ত্রিক যদৃচ্ছ ক্ষমতার ব্যবহারকারী হিসাবে বিবেচনা করেছেন। ইভান ইলিচের বিবেচনায় বিশেষজ্ঞরা নানা সেবার আবিষ্কারক এবং সে সেবা দিতে যে জ্ঞান ও বিবেচনার যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় তা অতিরঞ্জিত। বিশেষজ্ঞরা মানুষের সাধারণ বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে অধিকার সেটিও তারা সুকৌশলে কেড়ে নেয়। তিনি লিখেছেন এই বিশেষজ্ঞরা " are more entrenched than a Byzantine bureaucracy, more international than a world church, more stable than a labor union, endowed with wider competencies than any shaman, and equipped with a tighter hold over those they claim than any mafia" শিক্ষকেরা আজ স্বশিক্ষা ও জীবন জগত থেকে পাওয়া শিক্ষাকে বাইরে রেখে প্রাতিষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ শিক্ষাকে প্রাধান্য দেন। শিক্ষার যে মোড়ক তা শিক্ষাসেবার নামে তাদেরই সৃষ্টি। ডাক্তার, আইনজীবি, ইমাম, সমাজসেবক তারাও নিজ নিজ মোড়কে সেবার মানও প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করে থাকেন। তারা তাদের সহযোগীদের সাহায্যে যে সেবাপ্রদান সংস্থার একচেটিয়া সম্মিলন ঘটান সেখানে ক্রেতা বা ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও সেবা বিপণন বিশেষজ্ঞরা এর বাইরে নন। এই বিশেষজ্ঞদের এমন ক্ষমতা থাকে তারা সেবা গ্রহীতাদের প্রয়োজন নির্ণয় করে, সে প্রয়োজন মেটাবার পথও তারা বাতলে দেন। এই যে দাতা গ্রহীতা সম্পর্ক সেটাই কিন্তু অনিয়মতান্ত্রিকতার বীজ বপন করে। গ্রহীতার উপরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসে তার দক্ষতা ও গ্রহীতাকে সম্মোহন

করবার ক্ষমতা থেকে। গ্রহীতার উপরে তার আধিপত্য ও অভিভাবকত্ব অর্জন নিশ্চিত করাটাই তার বিপণন দক্ষতার লক্ষ্য। এছাড়া থাকছে লগ্নীকারীর 'ইনসাইডার' সম্মোহন।

৪৭.আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উদ্যোক্তাদের অর্থের পরিমাণ সামান্য। এখানে সেবা গ্রহীতাদের অর্থই তাদের সম্পদসৃজনের ভিত্তি। এই মুনাফা ও সম্পদ সৃজনে যে আকর্ষণ ও বিস্তার ঘটে সেখানে নানা স্বার্থের সমন্বয় ঘটে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব সময় নিয়মতান্ত্রিকতা থাকেনা। আধিপত্যবাদী স্বার্থের প্রভাবও বেশ বিস্তৃত থাকে। যাদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি তাদের স্বার্থ অনেক সময় জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা, শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের নানা লোভনীয় প্রয়োজন মেটাতে অনেক সময় ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। আমাদের অর্থব্যবস্থায় যে খবরদারীর ব্যবস্থা আছে তাতে দেশজ ধারণার বাইরে পাশ্চাত্যের বাজার নির্ভর অবস্থার আইনী ধারণার প্রাধান্য দেখা যায় ফলে অর্থসম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ কারণে সমস্যাসংকুল সংশয়িত বিশ্বে বিশেষজ্ঞের বিশেষায়নের ভিত্তি হিসাবে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা আজ অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠান যারা 'পাবলিক স্পেসে' কাজ করেন তাদের জ্ঞানের প্রসারণ ও প্রতিযোগী বিপণনের সম্মোহন থেকে জনকল্যাণের প্রাধান্যে ফিরে যেতে হবে কেননা নৈতিকতা পেশাদারীত্বের প্রাথমিক বিবেচনা।

সমাপ্ত